Contents

কিয়ামত দিনের প্রস্তুতি

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র)

অনুবাদ
মাওলানা হায়াত মাহমুদ

কিয়ামত দিনের প্রস্তুতি

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ)

অনুবাদ
মাওলানা হায়াত মাহমূদ

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

www.waytojannah.com

কিয়ামত দিনের প্রস্তুতি
মূল : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ)
অনুবাদ : মাওলানা হায়াত মাহমূদ

ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৩৬৫
ইফা প্রকাশনা : ২৬৯১
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.২৩
ISBN : 978-984-06-1385-4

প্রথম প্রকাশ
মে ২০১৩
জ্যৈষ্ঠ ১৪২০
রজব ১৪৩৪

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
ড. আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৮

প্রচ্ছদ অংকনে
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
ডা. খিজির হায়াত খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৭০.০০ টাকা

QIAMAT DINER PROSTUTY (Preparation for the Day of Resurrection) : Written by Allama Ibn Hazar Al-Asqalani (R.) & Translated by Maulana Hayat Mahmud, Published by Dr. Abdullah Al-Ma'ruf, Director, Dpt. of Translation and Compilation, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Phone : 8181525 May 2013

Website : www. islamicfoundation..bd.org
E-mail : islamicfoundation@yahoo.com

Price : Tk 70.00 ; U$ Dollar 5.00

www.waytojannah.com

মহাপরিচালকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ·

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কিয়ামতের কঠিন সময়টি সহজভাবে অতিক্রম করতে কেমন আমল করতে হয় তার বিস্তারিত পথ নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী (রহ) কিয়ামত দিবসের প্রস্তুতি বিষয়ক কিছু হাদীস একত্রিত করে সংখ্যাভিত্তিকভাবে বিন্যাস করেছেন। যেমন দুটি আমল, তিনটি আমল—এভাবে অনুচ্ছেদভিত্তিক সংকলন করেছেন। তিনি 'আল ইসতি'দাদ-লি ইয়াওমিল মা'আদ' শিরোনামে এ হাদীসগুলো সংকলন করে ইসলামী সাহিত্য ভান্ডারে একটি নতুনমাত্রা সংযোজন করেছেন।

বিষয় বৈচিত্র্য ও এর হৃদয়স্পর্শী উপদেশমালার তাৎপর্য আমাদের জীবন গঠনে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। নৈতিক চরিত্র কেবল নিজেকেই সুন্দর করে না বরং সমাজের অন্যান্য সদস্যের সাথে আচরণের ক্ষেত্রেও ভারসাম্য নিয়ে আসে।

বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ গ্রন্থটি অনুবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মাওলানা হায়াত মাহমূদ কর্তৃক ভাষান্তরিত এ গ্রন্থটি 'কিয়ামত দিবসের প্রস্তুতি' শিরোনামে প্রকাশিত হলো।

আশাকরি, আমাদের পাঠক মহল বইটি পড়ে উপকৃত হবেন। আল্লাহ আমাদের এই প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

www.waytojannah.com

প্রকাশকের কথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين - وآله وصحبه أجمعين .

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ)-কে বলা হয় "হাফেযুদ্ দুনিয়া" বা "জগতের সব যার মুখস্ত"। তিনি সহীহ্ বুখারীর বিশ্ববিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ "ফাত্হুল বারী"-এর প্রণেতা হিসেবে সমধিক খ্যাত। তিনি হিদায়াতমূলক কিছু হাদীসকে অভিনব পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করে এর নাম দিয়েছেন : "আল-ইস্তি'দাদ লি ইয়াওমিল মা'আদ"। এর অর্থ "পুনরুত্থান দিবসের প্রস্তুতি"।

তিনি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কিছু সহীহ হাদীস এভাবে চয়ন করেছেন, যেগুলোর ভাষ্যে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যক বিষয়ের বর্ণনা আছে। এভাবে সংখ্যানুপাতে বিন্যাস করার ফলে তা মনে রাখতে সুবিধা এবং আকর্ষণীয়ও বটে।

হাদীগুলোর বক্তব্য ইসলামেরই মর্মকথা। বিশেষ করে চরিত্র গঠনে এগুলো উদ্বুদ্ধ করবে। আখেরাতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য এবং বেহেশত লাভে সহায়ক কাজগুলো এখানে সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। নাতিদীর্ঘ কলেবরে ইহ-পারলৌকিক মুক্তি ও সাফল্যের অত্যন্ত মূল্যবান পথনির্দেশনা আছে এ পুস্তকাটিতে।

গ্রন্থটির রেফারেন্স মূল্য এবং বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে বাংলাভাষী পাঠকদের নিকট উপস্থাপনের জন্য অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ এটি বঙ্গানুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করে। মাওলানা হায়াত মাহমুদ জাকির পুস্তিকাটি অনুবাদ করে দেয়ার জন্য তাকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

আশাকরি পুস্তিকাটি পাঠক মহলে সাদরে গৃহীত হবে। আল্লাহ আমাদের এ প্রয়াসকে কবুল করুন। আমীন!

ড. আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

www.waytojannah.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
দুই উক্তিবিশিষ্ট অধ্যায়	৭
তিন উক্তিবিশিষ্ট অধ্যায়	১৩
চার উক্তিবিশিষ্ট অধ্যায়	২৭
পাঁচ উক্তিবিশিষ্ট অধ্যায়	৩৬
ছয় উক্তিবিশিষ্ট অধ্যায়	৪৩
সাত উক্তিবিশিষ্ট অধ্যায়	৪৯
আট উক্তিবিশিষ্ট অধ্যায়	৫৩
নয় উক্তিবিশিষ্ট অধ্যায়	৫৫
দশ উক্তিবিশিষ্ট অধ্যায়	৫৭

www.waytojannah.com

দুই উক্তিবিশিষ্ট অধ্যায়

১. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : দু'টি স্বভাব এমন আছে, যেগুলোর চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কোন বস্তু নেই। ১. আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনা; ২. মুসলমানদের উপকার সাধন করা।

দু'টি স্বভাব এমন আছে, যেগুলোর চেয়ে নিকৃষ্ট আর কিছু নেই। ১. আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা; ২. মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করা।

২. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : তোমাদের উচিত উলামায়ে কিরামের মজলিসে বেশি বেশি উঠা-বসা করা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথাবার্তা শ্রবণ করা। কারণ, আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানের আলো দিয়ে মৃত অন্তরকে জীবিত করেন, যেমনি অনুর্বর ভূমিকে উর্বর করেন বৃষ্টির পানি দিয়ে।

৩. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক[১] (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি পাথেয় ছাড়া কবরে গেল সে যেন নৌকা (জলযান) ছাড়া সমুদ্র ভ্রমণ করতে গেল।

---

১. আবূ বকর সিদ্দীক (রা) : তাঁর নাম 'আবদুল্লাহ। পিতার নাম আবূ কুহাফা। তিনি তাইম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। সত্য রাসূলের অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি তাঁর গোত্রের মধ্যে অর্জিত পদমর্যাদা ত্যাগ করেন। ইসরা ও মি'রাজের ঘটনাকে যখন অনেক মুসলমান সন্দেহের চোখে দেখছিলেন, তখন তিনি তা বিনাবাক্যে মেনে নেয়ায় 'সিদ্দীক' (অতি সত্যবাদী) উপাধি লাভ করেন। তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হিজরতকালীন সফরসঙ্গী। গুহায় অবস্থানকারী সঙ্গীদ্বয়ের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তিনি 'যাতুন-নেতাকাতায়ন আসমা' ও উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিআল্লাহু তা'আলা 'আনহুমার পিতা। অসুস্থ অবস্থায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নামাযের ইমামতের দায়িত্ব দেন। সা'আদা গোত্রের সাকীফ দিবসে তাঁর বায়'আত পূর্ণতা লাভ করে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দশজনের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। তিনি জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেন। ২ বছর ৫ মাস খিলাফত পরিচালনা করার পর হিজরী ১৩ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

www.waytojannah.com

৪. হযরত 'উমর[২] (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : দুনিয়ার ইজ্জত-সম্মান অর্জিত হয় সম্পদ দ্বারা, আর আখিরাতের ইজ্জত-সম্মান অর্জিত হয় সৎকর্মসমূহ দ্বারা।

৫. হযরত 'উসমান[৩] (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : দুনিয়া সম্পর্কিত চিন্তা-ফিকর অন্তরে অন্ধকার সৃষ্টি করে, আর পরকালীন সম্পর্কিত চিন্তা-ফিকর অন্তরে আলো সৃষ্টি করে।

৬. হযরত 'আলী[৪] (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি ইলমে

---

২. 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) : আবূ হাফস তাঁর উপনাম। উপাধি হচ্ছে ফারূক (হক-বাতিলের পার্থক্যকারী)। বংশগত দিক থেকে তিনি ছিলেন 'আদী গোত্রের লোক। তিনি সেই দুই উমরের অন্যতম, যাদের জন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম গ্রহণের দু'আ করেছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি খুবই প্রসিদ্ধ। উম্মুল মু'মিনীন হাফসা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তাঁর কন্যা। তাঁর পুত্র 'আবদুল্লাহ মায়ের দিক থেকে 'উমর ইবনে 'আবদুল 'আযীযের নানা। সাকীফ দিবসকে তিনি বাতিল করে দেন। তিনি ইরান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসর জয় করেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় খলীফা। দশ বছরের বেশি সময় শাসনকার্য পরিচালনা করার পর তিনি ইন্তিকাল করেন। আবূ লু'লু মাজূসী তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারো কারো মতে, তার সাথে দুই হরমুয ও কা'বে আহবারও সহযোগী হিসেবে ছিল।

৩. 'উসমান ইবনে 'আফফান (রা) : খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে তিনি তৃতীয়। ইসলামের রাস্তায় অনেক যুদ্ধে তিনি তাঁর সম্পদ ব্যয় করেছেন। তাঁর শাসনামলে লিবিয়া ও সুদান বিজিত হয়। একের পর এক তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'টি কন্যাকে বিয়ে করেন। কুরআনে কারীমকে তিনি একই লিখন পদ্ধতির প্রথা চালু করেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহে হাফিযে কুরআনদের শহীদ হয়ে যাওয়ায় কুরআন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকায় তিনি কুরআন সংকলন করেন। কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করা অবস্থায় তিনি আততায়ীদের হাতে শাহাদাতবরণ করেন। এটাই ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম ফিতনা-ফাসাদ ও মর্মান্তিক শোকাবহ ঘটনা। তাঁর শাসনকাল ছিল ১২ বছরের চেয়ে কিছু বেশি।

৪. হযরত 'আলী ইবনে আবী তালিব (রা) : তিনি ছিলেন হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচাতো ভাই। হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (রা)-এর স্বামী। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দৌহিত্র জান্নাতে যুবকদের সর্দার হযরত হাসান ও হুসায়ন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার পিতা। যুবকদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। হিজরতের রাতে তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিছানায় শয়ন করেন। অতঃপর মদীনা অবরোধের দিন মুশরিক নেতা আমর ইবনে উদ্দ আমেরীকে হত্যা করেন। তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু বদরের যুদ্ধে রাসূলে

দ্বীনের সন্ধানে থাকে, জান্নাত তাকে খুঁজে বেড়ায়। আর যে ব্যক্তি পাপকর্মের সন্ধানে থাকে, জাহান্নাম তাকে খুঁজে বেড়ায়।

৭. হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয[৫] (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মহানুভব ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হয় না। আর জ্ঞানী ব্যক্তি আখিরাতের বিষয়ের উপর দুনিয়ার বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয় না।

৮. হযরত আ'মাশ[৬] (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে ব্যক্তির মূলধন হচ্ছে তাকওয়া, মানুষের মুখে মুখে তার দ্বীন সম্পর্কিত লাভের বর্ণনা উচ্চারিত হয়। আর যার মূলধন হচ্ছে দুনিয়া, মানুষের মুখে মুখে তার দ্বীন সম্পর্কিত ক্ষতির কথা উচ্চারিত হয়।

৯. সুফিয়ান সাওরী (র)[৭] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : কুপ্রবৃত্তির কারণে

কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশে তাঁর পরিবারের নিকট থাকেন। অতঃপর তিনি হযরত আবূ বকর, হযরত 'উমর ও হযরত 'উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের ইঙ্গিত বহনকারী হয়ে যান যে, তাঁর তথ্য ছাড়া কেউ পতাকা বহন করতেন না। হযরত 'উসমান রাদিআল্লাহু তা'আলার ইন্তিকালের পর তাঁর উপর খিলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হয়। কিন্তু সিরিয়া ছিল হযরত মু'আবিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত। ফলে উষ্ট্রীর যুদ্ধ ও সিফফীনের যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। এদের থেকে জন্ম হয় খারেজী সম্প্রদায়ের। তাদের হাতেই তিনি হিজরী ৪০ সনে ইন্তিকাল করেন।

৫. ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয (র) : তাঁর উপনাম আবূ যাকারিয়া। তিনি ছিলেন একজন বক্তা, বুযুর্গ। সমসাময়িক যুগে তাঁর কোন তুলনা ছিল না। তিনি রায় শহরের অধিবাসী এবং বলখে তিনি বসতি স্থাপন করেন। তিনি ইন্তিকাল করেন নিশাপুরে। তাকওয়া ও বুযুর্গী বিষয়ে তাঁর রচিত অনেক স্মরণীয় বাণী আছে। যেমন, "যে ব্যক্তি গোপনে আল্লাহর তা'আলার কোন খেয়ানত করবে, আল্লাহ তা'আলা তার ভিতরগত বিষয়কে প্রকাশ্যে বিনষ্ট করে দিবেন।"

৬. আ'মাশ (র) : (৬১ - ১৪৮ হি.) তাঁর নাম সুলায়মান ইবনে মেহরান। বংশগতভাবে তিনি আসাদী। উপনাম আবূ মুহাম্মদ। আ'মাশ তাঁর উপাধি। তিনি একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী। প্রকৃতভাবে তিনি রায় শহরের অধিবাসী। কূফায় তাঁর জীবন কাটে এবং এখানেই তাঁর ইন্তিকাল হয়। কুরআন, হাদীস ও ফারাইয বিষয়ে তিনি বড় মাপের 'আলিম ছিলেন। তিনি ১৩০০ হাদীস বর্ণনা করেন। বলা হয়, তাঁর দরিদ্রতা সত্ত্বেও প্রভাবশালী আমীর ও বাদশাহ আ'মাশের মজলিসে বিনম্রতার সাথে বসে থাকতেন।

৭. সুফিয়ান সাওরী (র) : (৯৭-১৬১ হি.) তাঁর পুরো নাম সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ইবনে মাসরূফ সাওরী (র)। তাঁর উপনাম আবূ 'আবদুল্লাহ। হাদীস চর্চায় তিনি ছিলেন আমীরুল মু'মিনীন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন কূফায়, আর বেড়ে ওঠেনও এখানেই। খলীফা মানসূর তাঁকে বিচারকের দায়িত্ব দিতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর

www.waytojannah.com

যেসব গুনাহ সংঘটিত হয়, তা থেকে ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায়। আর অহংকারবশতঃ যেসব গুনাহ সংঘটিত হয়, তা থেকে ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায় না। ইবলীসের গুনাহর মূল কারণ ছিল অহংকার। আর আদম আলায়হিস সালামের স্খলনের মূল কারণ ছিল প্রবৃত্তি।

১০. জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি কোন পাপকর্ম করে, আর হাসাহাসিতে লিপ্ত থাকে, আল্লাহ তা'আলা যখন তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন তখন সে কাঁদতে থাকবে। আর যে কান্নাকাটি করা অবস্থায় ইবাদতে লিপ্ত থাকে, আল্লাহ তা'আলা যখন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তখন সে হাসতে থাকবে।

১১. জনৈক দার্শনিক থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : ছোট ছোট পাপকর্মগুলোকে তুচ্ছ মনে করো না। কেননা, বড় বড় পাপকর্মগুলো ছোটগুলো থেকেই জন্মলাভ করে।

১২. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : বার বার কোন সগীরা গুনাহ করবে না। আর ইসতিগফারের সাথে কবীরা গুনাহও করবে না।

১৩. কেউ কেউ বলেন : আল্লাহ সম্পর্কে অবগত ব্যক্তির অভিপ্রায় হচ্ছে, তাঁর গুণগান করা। আর সংসারত্যাগী সূফীর অভিপ্রায় হচ্ছে, দু'আ করা। কেননা আল্লাহ সম্পর্কে অবগত ব্যক্তির ইচ্ছা হচ্ছে তাঁর রব। আর সংসারত্যাগী সূফীর ইচ্ছা হচ্ছে তার অন্তর।

১৪. জনৈক দার্শনিক বলেন : যে ব্যক্তি এ ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম তার কোন বন্ধু আছে, মূলতঃ আল্লাহ সম্পর্কে সে খুব কমই অবগত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি এ ধারণা পোষণ করে যে, তার নাফস বা প্রবৃত্তি অপেক্ষা বড় আরো কোন শত্রু আছে, মূলতঃ সে তার নাফস সম্পর্কে খুব কমই অবগত হয়েছে।

১৫. আল্লাহ তা'আলার বাণী : ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ সম্পর্কে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : الْبَرُّ (স্থল) হচ্ছে ভাষা, আর الْبَحْرُ (জল) হচ্ছে অন্তর। ভাষার মধ্যে যখন ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে, মানুষেরা

মধ্যে জামিয়ে' কাবীর, জামিয়ে' সগীর, ফারাঈয ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। ইবনে জাওযী তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

তখন এর উপর কাঁদে। আর অন্তরে যখন ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে, ফিরিশতারা তখন এর উপর কাঁদে।

১৬. জনৈক ব্যক্তি বলেন : কুপ্রবৃত্তি বাদশাহকে দাসে পরিণত করে, আর ধৈর্য দাসকে বাদশাহে পরিণত করে দেয়। ইউসুফ (আ) ও যুলায়খার[৮] ঘটনার প্রতি কি তোমরা লক্ষ্য করছ না?

১৭. জনৈক ব্যক্তি বলেন : ওই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যার বিবেক হচ্ছে তার নির্দেশদাতা আর প্রবৃত্তি তার নিকট আবদ্ধ। আর দুর্ভাগ্য ওই ব্যক্তির জন্য যার প্রবৃত্তি হচ্ছে নির্দেশদাতা আর বিবেক হচ্ছে আবদ্ধ।

১৮. কেউ কেউ বলেন : যে ব্যক্তি পাপকর্ম বর্জন করে, তার অন্তর নরম হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি হারাম বস্তু বর্জন করে হালাল বস্তু ভোগ করে, তার চিন্তা-ফিকির সুবিন্যস্ত হয়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন এক নবীর প্রতি এ মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি তোমাকে যে নির্দেশ দিয়েছি, তার অনুসরণ কর। আর তোমাকে যে বিষয়ের উপদেশ দিয়েছি, সে বিষয়ে আমার অবাধ্য হয়ো না।

১৯. জনৈক ব্যক্তি বলেন : আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির অনুসরণ করা এবং তার অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকার মধ্যে বিবেকের পরিপূর্ণতা প্রকাশ পায়।

২০. জনৈক ব্যক্তি বলেন : সম্মানী ব্যক্তির জন্য কোন নির্বাসন নেই, আর মূর্খ ব্যক্তির জন্য স্থায়ী কোন আবাসন নেই।

২১. জনৈক ব্যক্তি বলেন : 'ইবাদতের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত, মানুষের নিকট সে অপরিচিত।

২২. জনৈক ব্যক্তি বলেন : শরীরের স্পন্দন যেমন জীবিত থাকার দলীল, তেমনি ইবাদতের স্পন্দন আল্লাহর মা'রিফাত লাভের দলীল।

---

৮. ইউসুফ ('আ) ও যুলায়খা : ইউসুফ 'আলায়হিস সালাম ছিলেন একজন সুদর্শন নবী। তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে গভীর কূপে ফেলে দিয়েছিল। কোন পথিক তাঁকে কূপ থেকে কুড়িয়ে নেন। অতঃপর তাঁকে মিসরে নিয়ে মিসরপতির নিকট বিক্রয় করে দেন। কিন্তু মিসরপতির স্ত্রী যুলায়খা তাঁর মন ভুলানোর জন্য ফুসলাতে লাগল। তিনি অসম্মতি প্রকাশ করে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তার ষড়যন্ত্র থেকে আল্লাহ তাঁকে উদ্ধার করেন। অতঃপর তাঁকে কারাগারে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়। এ পর্যায়ে মিসরপতি এক বিশেষ স্বপ্ন দেখতে পান। স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারগণ এর ব্যাখ্যা করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। অবশেষে ইউসুফ আলায়হিস সালামকে তলব করা হয়। কারণ কারাগারে ইউসুফ আলায়হিস সালামের এক সাথীর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

www.waytojannah.com

২৩. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা সব ধরনের অপরাধের মূল। আর 'উশর বা যাকাত আদায় না করা সব ফিতনার মূল।

২৪. ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকারকারী ব্যক্তি সর্বদাই প্রশংসিত হয়। কারণ, ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার করা গ্রহণযোগ্যতার লক্ষণ।

২৫. জনৈক ব্যক্তি বলেন : নি'আমতের অস্বীকার[৯] করা নিন্দার বিষয়। আর নির্বোধের সঙ্গ অবলম্বন করা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

২৬. কবি বলেন :

* হে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত[১০] ব্যক্তি। দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমাকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে।

* অথবা সব সময়ের জন্য তোমাকে উদাসীনতায় রেখে দিয়েছে। এমনকি এক পর্যায়ে জীবনের প্রান্তসীমা এসে পড়বে। হঠাৎ করে একদিন তোমার সামনে উপনীত হবে মৃত্যু। আর জেনে রেখ, কবর হচ্ছে 'আমলের ঘাঁটি। এর ভয়াবহ অবস্থার উপর ধৈর্যধারণ কর। জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পর আর কোন মৃত্যু নেই।

---

৯. কুফরানিন-নি'আমাত : নি'আমতের অস্বীকার করা ও তা প্রত্যাখ্যান করা এবং কোন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা। كَفَرَ সবগুলো অক্ষরে فَتَحَه দিয়ে পড়লে এর অর্থ আচ্ছাদিত হওয়া। রাতের বেলায় অন্ধকারে আচ্ছাদিত থাকায় রাতকে কাফির বলা হয়।

১০. 'দুনিয়ার প্রতি আসক্ত' দ্বারা 'পরকাল থেকে বেখবর' ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে।

তিন উক্তিবিশিষ্ট অধ্যায়

১. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি জীবিকা সংকটের অভিযোগ করতে করতে সকাল অতিবাহিত করলো, সে যেন তার রবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো, আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন বিষয় নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে সকাল অতিবাহিত করলো, সে আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে সকাল অতিবাহিত করলো। আর যে ব্যক্তি কোন ধনী ব্যক্তির প্রতি তার সম্পদের কারণে বিনম্রতা প্রদর্শন করলো, তার দ্বীনের দুই-তৃতীয়াংশ বিলুপ্ত হয়ে গেল।

২. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তিনটি বস্তু তিনটি বস্তুর নাগাল পায় না। বিত্তশালী ব্যক্তি আশা-আকাঙ্ক্ষার, যুবক খেযাবের এবং সুস্থতা ঔষধের নাগাল পায় না।

৩. হযরত 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মানুষের প্রতি ভালবাসার সুসম্পর্ক রাখা বিবেকের অর্ধেক, মার্জিত প্রশ্ন জ্ঞানের অর্ধেক ও সুপরিকল্পিত মিতব্যয়িতা জীবিকার অর্ধেক।

৪. হযরত 'উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াকে বর্জন করে, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন। যে পাপকর্ম বর্জন করে, ফিরিশতারা তাকে ভালবাসে। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের সম্পদের প্রতি লোভ[১১] করা থেকে বিরত থাকে, মুসলমানরা তাকে ভালবাসে।

৫. হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : দুনিয়ার নি'আমত হিসেবে ইসলামই তোমার জন্য যথেষ্ট। ব্যস্ততা হিসেবে 'ইবাদতই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর শিক্ষা গ্রহণের জন্য মৃত্যুই তোমার জন্য যথেষ্ট।

---

১১. হাসামাত-তমা' : ব্যবসার ক্ষেত্রে লোভ না করা। অথবা নিজের নিকট রক্ষিত সম্পদে মুসলমানদের উপকারের চিন্তা-ফিকর করা। অথবা অন্যান্যদেরকে তাদের সম্পদে লোভ করতে নিষেধ করা। যেমন তৃতীয় খলীফা তা করেছেন এবং খাদ্য-সামগ্রীর কাফেলার বাহন সিরিয়ার নিকট বিক্রয় করতে অস্বীকার করেছেন।

www.waytojannah.com

৬. হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ[১২] (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নি'আমতপ্রাপ্তদের অনেকেই ধীরে ধীরে পাকড়াও হবে। প্রশংসার অধিকারী অনেকেই পরীক্ষায় নিপতিত হবে। পলায়নকারীদের অনেকেই প্রতারিত হবে।

৭. হযরত দাউদ[১৩] 'আলায়হিস সালাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যাবূর গ্রন্থে এ মর্মে ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, বিবেকবান ব্যক্তিদের দায়িত্ব হলো, তারা এ তিন কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে নিয়োজিত হবে না। কিয়ামতের দিনের পাথেয় সংগ্রহ করা, জীবিকা নির্বাহের জন্য খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা ও হালাল বস্তুর স্বাদ অন্বেষণ করা।

৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : তিনটি কাজ মানুষকে মুক্তি দেয়, তিনটি কাজ ধ্বংস করে, তিনটি কাজ মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং তিনটি কাজ পাপ মোচন করে। মুক্তিদাতা কাজ তিনটি হলো : প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা, দরিদ্রতা ও ধনাঢ্যতা উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং সন্তুষ্টি ও ক্রোধের অবস্থায় ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা। ধ্বংসকারী কাজ তিনটি হচ্ছে : কঠোর কৃপণতা, অনুসরণীয় প্রবৃত্তি ও নিজের প্রতি নিজে বিস্মিত হওয়া। মর্যাদা বৃদ্ধিকারী কাজ তিনটি হচ্ছে : সালামের প্রসার করা,

---

১২. হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রা) : তিনি গাফিল ইবনে হাবীব হুযালী। প্রসিদ্ধ সাহাবীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি প্রাথমিক যুগের মুসলমান। মক্কায় তিনিই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে উচ্চস্বরে কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত করেন। হযরত 'উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাসনামলে তিনি মদীনায় আসেন এবং ছয় বছর পর এখানেই ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন খুব বেঁটে আকৃতির। সুগন্ধি খুব পসন্দ করতেন। আল্লামা জাহিয (র) সংকলিত 'আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন' গ্রন্থে তাঁর বক্তৃতামালা ও বিভিন্ন প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

১৩. হযরত দাউদ 'আলায়সি সালাম : আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বনী ইসরাঈলের প্রতি নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। যাবূর কিতাব তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়। লোহা তাঁর জন্য মোমের মত নরম করে দেওয়া হয়েছিল। দিনের বেলায় তিনি রোযা রাখতেন, আর রাতের বেলায় দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন। তীহ প্রান্তরে কিনআনী ও ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে বনী ইসরাঈলের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর তিনি তাদের নেতৃত্ব দেন। অতঃপর তাঁর পুত্র সুলায়মানের নিকট রাজত্ব হস্তান্তর করেন।

www.waytojannah.com

খাবার খাওয়ানো এবং মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় রাতে নামায পড়া। পাপ মোচনকারী কাজ তিনটি হচ্ছে : অসহনীয় কষ্ট[১৪] সহ্য করে উযূ করা, জামা'আতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে চলা এবং এক নামাযের পর অপর নামাযের প্রতীক্ষায় থাকা।

৯. হযরত জিবরাঈল আমীন বলেন, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)! আপনি যেভাবে চান সেভাবে জীবন যাপন করুন, কেননা, আপনি তো মরণশীল। যাকে ইচ্ছা তাকে ভালবাসুন, কেননা তার সাথে আপনার বিচ্ছেদ ঘটবে। আর যা ইচ্ছা 'আমল করুন, কেননা সে অনুপাতে আপনাকে বিনিময় দেওয়া হবে।

১০. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : তিন ধরনের ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা সেদিন তাঁর আরশের ছায়াতলে স্থান দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। কঠিন মুহূর্তে[১৫] উযূকারী ব্যক্তি, ঘোর অন্ধকারে মসজিদের দিকে রওয়ানাকারী ব্যক্তি ও ক্ষুধার্তকে খাবার পরিবেশনকারী ব্যক্তি।

১১. হযরত ইবরাহীম[১৬] আলায়হিস সালামকে কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, কোন কারণে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে 'খলীল' (অন্তরঙ্গ বন্ধু) হিসেবে নির্বাচিত করেন? তিনি বলেন : তিনটি কারণে—আল্লাহ তা'আলার নির্দেশকে আমি অন্যান্যদের নির্দেশের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছি। আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য যেসব বিষয় তত্ত্বাবধান করেন, আমি সেগুলোর প্রতি যত্নবান হইনি। মেহমান ছাড়া কখনো আমি দুপুর ও রাত্রের খাবার খাইনি।

১২. জনৈক দার্শনিক থেকে বর্ণিত আছে, তিনটি বস্তু দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণাকে লাঘব করে। আল্লাহ তা'আলার যিকর, ওলী-আওলিয়ার সাক্ষাত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের আলোচনা।

---

১৪. সাবরাত : শৈত্যপ্রবাহবিশিষ্ট রাত। যে সময় সাধারণত মানুষ ঘর থেকে বের হতে প্রচণ্ড কষ্ট অনুভব করে। সুতরাং ঠাণ্ডা পানিদ্বারা উযূ করলে তো আরো কষ্ট হওয়ারই কথা।

১৫. মুকারাহ : কঠিন মুহূর্ত যেমন অসুস্থতা, যুদ্ধাবস্থা, প্রিয়জনের বিরহ ইত্যাদি।

১৬. ইবরাহীম : সাইয়্যেদুনা ইবরাহীম খলীল 'আলায়হিস সালাম।

১৩. হযরত হাসান বসরী[১৭] (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যার কোন শিষ্টাচারিতা নেই, তার কোন জ্ঞান নেই। যার কোন ধৈর্য নেই, তার কোন ধর্ম নেই। যার কোন পরহেযগারী নেই, তার আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ততা[১৮] নেই।

১৪. বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি 'ইলম অন্বেষণে বের হয়ে তাদের নবীর নিকট গিয়ে পৌঁছলে, নবী তাকে বলেন : হে যুবক! তিনটি বিষয়ে আমি তোমাকে উপদেশ দেব, যার মধ্যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের 'ইলম নিহিত রয়েছে। গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে। অন্যান্যদের আলোচনার ক্ষেত্রে তোমার বাকশক্তিকে সংযত রাখবে, তাদের কৃর্তিত্বের বিষয় ছাড়া আর কিছু বলবে না। তুমি যে খাবার খাচ্ছ, তা হালাল কি-না, তা যাচাই করবে। এরপর যুবকটি ফিরে চলে গেল।

১৫. বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি দ্বীনি 'ইলম সংক্রান্ত কিতাবের আটটি সিন্ধুক[১৯] জমা করে এবং এ 'ইলমদ্বারা কোনভাবেই উপকৃত হয়নি। ফলে আল্লাহ তা'আলা সমকালীন নবীর[২০] প্রতি এ মর্মে ওহী প্রেরণ করেন, যাতে সে এ জমাকারীকে বলে যে, তুমি যত বেশি 'ইলমই জমা করেছ তা তোমাকে কোন উপকার দিতে পারেনি। তবে এ তিনটি বস্তুর প্রতি তুমি আমল করবে : দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার সম্পর্ক রাখবে না; কেননা, তা মু'মিনের বসবাসের জায়গা নয়। শয়তানের সঙ্গ অবলম্বন করবে না; কেননা, সে মু'মিনদের সঙ্গী নয়। কাউকে কোন ধরনের কষ্ট দেবে না; কেননা, তা মু'মিনদের পেশা নয়।

১৬. আবূ সুলায়মান দারানী (র)[২১] থেকে বর্ণিত, মুনাজাতের মধ্যে তিনি

---

১৭. হাসান বসরী (র) : তিনি বসরার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও বক্তা ছিলেন। ইমাম ওয়াসিল ইবনে আতা তাঁর মজলিস থেকে বের হয়ে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের ইমাম হয়ে যান। হাসান বসরী (র) ছিলেন আরবী, ফিকহ ও দর্শনশাস্ত্রে বসরার সেরা ব্যক্তিত্ব।

১৮. যুলফা : আল্লাহর নৈকট্যবান ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য।

১৯. তাবূত : সিন্ধুক, যার মাঝে দ্বীনী গ্রন্থ ও সফরের সামগ্রী ছিল।

২০. তাদের নবী : ওই ব্যক্তির সমকালীন নবী, (মূসা কালীমুল্লাহ নন)।

২১. আবূ সুলায়মন দারানী (র) : 'আবদুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে আতিয়া আনসী দামেশকের দারিয়া নগরীর প্রসিদ্ধ বুযুর্গ। 'ইলম অর্জনের জন্য তিনি বাগদাদ গমন করেন। অতঃপর 'ইলম অর্জন করে আবার দামেশকে ফিরে আসেন এবং নিজ দেশেই ইন্তিকাল করেন। বড় সূফীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর স্মরণীয় উক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : "সর্বোত্তম দান হচ্ছে যা অভাবের অনুকূলে হয়।"

www.waytojannah.com

বলেন : হে আমার মা'বূদ! আপনি যদি আমার পাপকর্মের হিসাব চান তবে অবশ্যই আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাই। আপনি যদি আমার কৃপণতার হিসাব চান, তবে অবশ্যই আমি আপনার বদান্যতা চাই।[২২] আপনি যদি আমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান, তবে অবশ্যই জাহান্নামীদের আমি এ সংবাদ দেব যে, অবশ্যই আমি আপনাকে ভালবাসি।

১৭. জনৈক ব্যক্তি বলেন : ওই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, যার রয়েছে জ্ঞানী অন্তর, ধৈর্যশীল শরীর ও উপস্থিত সামগ্রীর উপর তুষ্টতা।

১৮. ইবরাহীম নখঈ (র)[২৩] থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : তোমাদের পূর্বে যারা ধ্বংস হয়েছে, তিনটি স্বভাবের কারণে তারা ধ্বংস হয়েছে, অতিরিক্ত কথাবার্তা, অতিরিক্ত খাবার ও অতিরিক্ত ঘুম।

১৯. ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয রাযী (র) থেকে বর্ণিত যে, ওই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে দুনিয়াকে বর্জন করেছে, দুনিয়া তাকে বর্জন করার পূর্বে। আর কবর তৈরি করে রেখেছে, তাকে কবরে প্রবেশ করানোর পূর্বে। আর তার রবকে সন্তুষ্ট করেছে তার নিজের মৃত্যুর পূর্বে।

২০. হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তির নিকট আল্লাহর সুন্নাত, তাঁর রাসূলের সুন্নাত অথবা তাঁর কোন ওলীর সুন্নাত নেই, তার হাতে কিছুই নেই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো : আল্লাহর সুন্নাত কি? তিনি বললেন : গোপন বিষয়কে গোপন রাখা। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো : রাসূলের সুন্নাত কি? তিনি বললেন : মানুষের সাথে সুসম্পর্ক রাখা। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো : ওলীদের সুন্নাত কি? তিনি বললেন : মানুষের পক্ষ থেকে কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা। আমাদের পূর্ববর্তীরা তিনটি স্বভাবের ওসিয়্যত করে যেতেন এবং তা লিখে যেতেন। স্বভাব তিনটি হলো : যে ব্যক্তি আখিরাতের জন্য কোন 'আমল করবে, আল্লাহ তা'আলা তার দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়াবলী যথেষ্ট করে দিবেন। যে ব্যক্তি

---

২২. অবশ্যই আমি চাই : পাওয়ার জন্য আমি আশাবাদী, দাবিদার নেই।

২৩. ইবরাহীম নখঈ (র) : ইবরাহীম ইবনে আশতর নখঈ (র)। মুস'আব ইবনে যুবায়রের সাথীদের মধ্যে তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয় বাহাদুর। তাঁর দেশের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সময় তিনি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন। অতঃপর আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছেন। মিসকিন নামক স্থানে তিনি নিহত হন এবং সামারা নামক স্থানে সমাধিস্থ হন।

www.waytojannah.com

তার ভিতরগত বিষয়কে সুন্দর করবে; আল্লাহ তার বাহ্যিক বিষয়াবলী সুন্দর করে দিবেন। যে ব্যক্তি তার ও আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্ককে শুধরে নেবে, আল্লাহ তা'আলা তার ও মানুষের মাঝের সম্পর্ক শুধরে দেবেন।

২১. হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বোত্তম মানুষ হও, আর নিজের প্রবৃত্তির নিকট নিকৃষ্ট মানুষ হও, আর মানুষের নিকট মানুষের মত মানুষ হও।

২২. কথিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত 'উযায়র[২৪] 'আলায়হিস সালামের নিকট এ ওহী প্রেরণ করেন যে, হে 'উযায়র! যখন তুমি ছোট কোন গুনাহও কর, তখন এর ছোট হওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করো না; বরং লক্ষ্য কর ওই সত্তার প্রতি, যার জন্য গুনাহটি করেছ। তোমার যখন কল্যাণকর কোন কিছু লাভ হয়, তখন এর ছোট হওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করো না, বরং লক্ষ্য কর ওই সত্তার প্রতি, যিনি তোমাকে এ রিযক দিয়েছেন। যখন তোমার উপর কোন বিপদাপদ এসে পড়ে, তখন আমার সৃষ্টির নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করো না, যেমন আমার ফিরিশতাদের নিকট তোমার বিরুদ্ধে আমি অভিযোগ করি না, যখন তোমাকে আমার পর্যায়ভুক্ত করা হয়।

২৩. হাতিম আসাম্ম[২৫] (র) থেকে বর্ণিত, এমন কোন সকাল নেই, যেদিন সকাল বেলায় শয়তান আমাকে বলে না যে, তুমি কি খাও? কি পরিধান কর? কোথায় থাক? অতঃপর আমি তাকে বলি, আমি মৃত্যু খাই, কাফন পরিধান করি, কবরে থাকি।

---

২৪. 'উযায়র ('আ) : বনী ইসরাঈলের একজন নবী। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ও তাঁর গাধাকে মৃত দিয়ে পুনরায় জীবিত করেছিলেন। অতঃপর খাবারের দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন, তা অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। মৃত অবস্থায় তিনি একশত বছর পর্যন্ত ছিলেন। ইয়াহূদীরা হযরত 'উযায়র 'আলায়হিস সালামকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে ধারণা পোষণ করে, যেমনটি খ্রিস্টানরা ধারণা করে থাকে যে, ঈসা 'আলায়হিস সালাম আল্লাহর পুত্র। অথচ তিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি।

২৫. হাতিম আসাম্ম (র) : হাতিম ইবনে 'উনওয়ান। আবূ 'আবদুর রহমান। আসাম্ম নামে তিনি প্রসিদ্ধ। ধার্মিকতায় তিনি প্রসিদ্ধ বুযুর্গ। তিনি ছিলেন বলখের অধিবাসী। আহমদ ইবনে হাম্বলের মজলিসে তিনি বসতেন। অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তিনি বিজয় লাভ করেন। তাঁর ব্যাপারে বলা হত : "হাতিম, এ যুগের উম্মতের জন্য লুকমান"।

www.waytojannah.com

২৪. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি পাপকর্মের ছায়া থেকে 'ইবাদতের 'ইজ্জত-সম্মানের দিকে বের হয়ে আসে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্পদ ছাড়া অমুখাপেক্ষী করবেন, সেনাবাহিনী ছাড়া তার শক্তি বৃদ্ধি করবেন, আপনজন ছাড়াই তাকে ইজ্জত-সম্মান দান করবেন।

২৫. বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বের হয়ে হযরত সাহাবায়ে কিরামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কিভাবে সকাল করেছ? তারা বললেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকা অবস্থায় আমরা সকাল করেছি। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের ঈমানের লক্ষণ কি? তারা বললেন : বিপদাপদের উপর আমরা ধৈর্যধারণ করি, সুখ-সমৃদ্ধির উপর আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকি। তখন হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "কা'বা শরীফের রবের শপথ করে বলছি, সত্যিকার অর্থেই তোমরা মু'মিন।"

২৬. কোন এক নবীর প্রতি আল্লাহ তা'আলা ওহী প্রেরণ করে বলেন : যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করা অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাত করবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করা অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাত করবে, আমি তাকে আমার জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেব। আর যে ব্যক্তি আমাকে লজ্জা করা অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাত করবে, তার পাপকর্মগুলো আমি ভুলিয়ে দেব।

২৭. হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর যা ফরয করে দিয়েছেন, তা আদায় করে শ্রেষ্ঠ 'ইবাদতকারী হয়ে যাও। আর আল্লাহ তা'আলার ঘোষিত নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে বিরত থেকে শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হয়ে যাও। আল্লাহ তা'আলা তোমার ভাগ্যে যা রেখেছেন তার উপর সন্তুষ্ট থেকে শ্রেষ্ঠ অমুখাপেক্ষী মানুষ হয়ে যাও।

২৮. সালেহ মারকাদী (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার কোন জনপদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই জনপদকে সম্বোধন করে তিনি বলেন : তোমার পূর্ববর্তী অধিবাসীরা কোথায়? তোমার অতীত বয়সী লোকেরা কোথায়? তোমার আগের দিনের লোকেরা কোথায়? অদৃশ্য থেকে কেউ এর জবাবে বললো :

যুহদের মূল হচ্ছে—নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে বিরত থাকা, বড়গুলো থেকে এবং ছোটগুলো থেকেও। সমস্ত ফরয আদায় করা, সহজগুলো এবং কঠিনগুলোও। দুনিয়াবাসীর উপর দুনিয়া বর্জন করা, তা অল্প হলেও এবং বেশি হলেও।

৩৭. লুকমান হাকীম[৩১] থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেন : হে আমার পুত্র! প্রতিটি মানুষ তিন অংশে বিভক্ত। এক-তৃতীয়াংশ আল্লাহর জন্য, এক-তৃতীয়াংশ নিজের জন্য ও এক-তৃতীয়াংশ পোকামাকড়ের জন্য। আল্লাহর অংশ হচ্ছে তার (মানুষের) রূহ[৩২] (আত্মা)। নিজের অংশ হচ্ছে তার 'আমল। আর পোকামাকড়ের অংশ হচ্ছে তার দেহ।

৩৮. হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনটি কাজ স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে দেয় আর কফ[৩৩] দূর করে দেয়। মিসওয়াক, রোযা ও কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত।

৩৯. হযরত কা'ব আহবার[৩৪] (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মু'মিনদের জন্য দুর্গ হচ্ছে তিনটি : মসজিদ দুর্গ, আল্লাহর যিকর দুর্গ ও কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত দুর্গ।

৪০. কোন এক দার্শনিক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলার ভান্ডারে তিনটি বস্তু এমন আছে, আল্লাহ যাকে ভালবাসেন তাকে ছাড়া আর কাউকে তা দেন না। তাহলো : দরিদ্রতা, অসুস্থতা ও ধৈর্য।

৪১. হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যখন তিনি জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন—সর্বোত্তম দিন কোনটি? সর্বোত্তম মাস কোনটি? সর্বোত্তম 'আমল কোনটি? তিনি বললেন : সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুমু'আর দিন, সর্বোত্তম মাস হচ্ছে রমযান মাস এবং সর্বোত্তম 'আমল হচ্ছে : পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাসময়ে আদায় করা। এভাবে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত 'আলী (রা)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছল যে, হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা) এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়েছেন এবং এ উত্তর দিয়েছেন। অতঃপর হযরত 'আলী (রা) বলেন : প্রাচ্য-প্রতীচ্য তথা

---

৩১. লুকমান হাকীম : তাঁর পরিচয়ের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে তিনি বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত নবী। আবার কারো কারো মতে তিনি আরবী দার্শনিক। কুরআনে কারীমের সূরা লুকমানে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা উল্লেখ করা হয়েছে।

৩২. তার রূহ : অর্থাৎ মানুষের রূহ। এজন্যেই 'মানুষ' শব্দটিকে বন্ধনীতে রাখা হয়েছে।

৩৩. বলগম : এর অর্থ মুখের কফ।

৩৪. কা'ব আহবার (রা) : ইয়াহূদী দার্শনিক, যিনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন, যেমন বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

www.waytojannah.com

গোটা বিশ্বের সমস্ত 'উলামায়ে কিরাম, ফুকাহায়ে কিরাম ও দার্শনিকগণ যদি এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হতেন, তবে এমন জবাব দিতে পারতেন না যেমন জবাব দিয়েছেন হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা)। তবে আমি এ বিষয়ে বলব : সর্বোত্তম 'আমল হচ্ছে তা, যা আল্লাহ তা'আলা তোমার থেকে কবূল করেন। সর্বোত্তম মাস হচ্ছে যে মাসে তুমি খাঁটি[৩৫] মনে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা কর। আর সর্বোত্তম দিন হচ্ছে তা, যেদিন তুমি দুনিয়া থেকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা অবস্থায় বিদায় নেবে।

৪২. কবি বলেন :

তুমি কি লক্ষ্য করছ না, রাত ও দিন[৩৬] কিভাবে আমাদের প্রতি উদয় হচ্ছে।

অথচ আমরা গোপনে ও প্রকাশ্যে খেলাধূলায় মত্ত রয়েছি। দুনিয়া ও দুনিয়ার নি'আমতের উপর কখনো নির্ভর করো না, কেননা, এর শহরগুলো প্রকৃত নিবাস নয়।

তোমার নিজের জন্য আমল করে নাও মৃত্যু আসার পূর্বেই। সুতরাং অধিক সঙ্গী ও ভ্রাতারা যেন তোমাকে প্রতারিত না করে।

৪৩. বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কোন বান্দার কল্যাণ কামনা করেন, তখন তাকে দ্বীনের উপলব্ধি, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও নিজের দোষ দেখার দৃষ্টিশক্তি দান করেন।

৪৪. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : তোমাদের দুনিয়ার মধ্য থেকে আমার নিকট তিনটি বস্তু প্রিয়। সুগন্ধি, নারী, আর নামাযের মধ্যে রয়েছে আমার চোখের শীতলতা। তখন তাঁর সাথে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামও উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)! আপনি সত্য বলেছেন। আমার নিকট দুনিয়ার তিনটি বস্তু প্রিয় : আল্লাহর রাসূলের চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করা, আল্লাহর রাসূলের জন্য আমার সম্পদ ব্যয় করা এবং আমার কন্যা[৩৭] আল্লাহর রাসূলের জীবন সঙ্গিণী হিসেবে থাকা।

---

৩৫. নাসূহা : খাঁটি মনে।

৩৬. জাদীদান : রাত ও দিন।

৩৭. ان يكون ابنتى মূল কিতাবে শব্দটি এমনই রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শব্দটি ان تكون হবে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা দ্বারা তিনি তাঁর এ আশা পূর্ণ করেন।

www.waytojannah.com

অতঃপর হযরত 'উমর (রা) বলেন : হে আবূ বকর! আপনি সত্য বলেছেন। আমার নিকটও দুনিয়ার তিনটি বস্তু প্রিয় : সৎকাজে আদেশ দেওয়া, অসৎকাজে বাধা দেওয়া ও পুরাতন কাপড় পরিধান করা। অতঃপর হযরত 'উসমান (রা) বলেন, হে 'উমর! আপনি সত্য বলেছেন। আমার নিকটও দুনিয়ার তিনটি বস্তু প্রিয়। ক্ষুধার্তকে পেটভরে খাবার খাওয়ানো, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করা ও কুরআন কারীমের তিলাওয়াত করা। অতঃপর হযরত 'আলী (রা) বলেন : হে 'উসমান! আপনি সত্য বলেছেন। আমার নিকটও দুনিয়ার তিনটি বস্তু প্রিয়। মেহমানের সেবা করা, গ্রীষ্মকালে রোযা রাখা ও তরবারি দিয়ে আঘাত করা।

তাদের এ আলোচনার মাঝেই হযরত জিবরাঈল ('আলায়হিস সালাম) এসে পড়লেন। তিনি বললেন : আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপনাদের এ আলোচনা শুনে আমাকে পাঠালেন। আর আপনাকে[৩৮] আদেশ দিয়েছেন যেন আমাকে আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি যদি দুনিয়ার বাসিন্দা হতাম, তবে আমার নিকট প্রিয় বস্তু কি হতো? তখন তিনি[৩৯] বলেন : আপনি দুনিয়ার বাসিন্দা হলে কি পছন্দ করতেন? জিবরাঈল (আ) বললেন : পথহারাকে পথের সন্ধান দেওয়া, অনুগত বহিরাগতদের সাথে ঘনিষ্ঠতার আচরণ করা ও অসচ্ছল পরিজনের সহায়তা করা। হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বলেন, আল্লাহ রাব্বুল 'ইজ্জত জাল্লা জালালুহুর নিকট তাঁর বান্দার তিনটি স্বভাব খুবই প্রিয় : সক্ষমতা থাকা অবস্থায় ব্যয় করা, অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন করা ও অভাব-অনটনে ধৈর্যধারণ করা।

৪৫. জনৈক দার্শনিক থেকে বর্ণিত আছে, যে তার নিজের রশি ধারণ করে আছে, সে পথচ্যুত হয়েছে। যে তার নিজের সম্পদ দ্বারা অভাবমুক্ত হতে চেয়েছে, সে অভাবী হয়েছে। যে মাখলূকের নিকট 'ইজ্জত-সম্মান চেয়েছে, সে অপমানিত হয়েছে।

৪৬. জনৈক দার্শনিক বলেন, মা'রিফতের ফলাফল হচ্ছে তিনটি স্বভাব : আল্লাহ তা'আলার জন্য লজ্জা করা, আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালবাসা এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা।

---

৩৮. أَمَرَكَ শব্দের মধ্যে সম্বোধনসূচক كَ অক্ষরটি দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে।

৩৯. তিনি বলেন : অর্থাৎ জিবরাঈল 'আলায়হিস সালামকে সম্বোধন করে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন।

www.waytojannah.com

৪৭. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ভালবাসা মা'রিফতের ভিত্তি, পবিত্রতা দৃঢ় বিশ্বাসের লক্ষণ, আর দৃঢ় বিশ্বাসের মূল হচ্ছে তাকওয়া ও আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

৪৮. সুফিয়ান ইবনে 'উয়ায়না[৪০] (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : যে আল্লাহকে ভালবাসে, তাকে ভালবাসে ওই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ ভালবাসেন। আল্লাহ তা'আলার প্রিয় ব্যক্তিকে যে ভালবাসে, তাকে ভালবাসে ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহর ভালবাসায় মত্ত। আর আল্লাহ তা'আলার ভালবাসায় মত্ত ব্যক্তিকে যে ভালবাসবে, তাকে ভালবাসবে এমন ব্যক্তি, যাকে কোন মানুষ চেনে না।

৪৯. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : তিনটি স্বভাবের মধ্যে ভালবাসার সত্যতা নিহিত রয়েছে। প্রিয়ের কথাবার্তাকে অন্যের কথাবার্তার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া, প্রিয়ের মজলিসে বসাকে অন্যের মজলিসে বসার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া, প্রিয়ের সন্তুষ্টিকে অন্যের সন্তুষ্টির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া।

৫০. ওহাব ইবন মুনাব্বিহ[৪১] ইয়ামানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তাওরাত গ্রন্থে লিখিত আছে : লোভী ব্যক্তি মুখাপেক্ষী থাকে যদিও সে দুনিয়ার মালিক হয়ে যায়। অনুগত ব্যক্তি অনুসরণীয় হয়, যদিও সে দাস হয়। পরিতুষ্ট ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী থাকে, যদিও সে ক্ষুধার্ত থাকে।

৫১. জনৈক দার্শনিক থেকে বর্ণিত আছে : যে ব্যক্তি আল্লাহর তা'আলার মা'রিফাত অর্জন করেছে, মানুষের সাথে তার কোন তৃপ্তিবোধ হয় না। যে দুনিয়াকে চিনতে পেরেছে, তার জন্য সেথায় কোন আসক্তি থাকে না। যে আল্লাহ

---

৪০. সুফিয়ান ইবনে 'উয়ায়না (র) : হেলালী, কূফী। মক্কার হারাম শরীফের মুহাদ্দিস। তিনি মাওয়ালীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি নির্ভরযোগ্য হাফিয। ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী। অনেক মর্যাদাবান। শাফিঈ (র) বলেন : মালিক ও সুফিয়ান যদি না হত, তবে হিজাযের 'ইলম শেষ হয়ে যেত। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর 'জামে' নামক কিতাব রয়েছে। তাফসীরেও তাঁর কিতাব রয়েছে।

৪১. ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র) : ইয়ামানের ইয়াহূদী। পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাওরাতে 'ইলমে 'আরীয সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা ও দাবিতে বিরাট সন্দেহ রয়েছে। সমকালীন যুগে ইসরাঈলিয়াত প্রসারে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন, তবে মুহাম্মদ ইবনে হিশাম রাসূলের সীরাত লিখতে গিয়ে তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

www.waytojannah.com

Contents

তা'আলার ন্যায়পরায়ণতা চিনতে পেরেছে, তার দিকে কোন প্রতিপক্ষ অগ্রসর হয় না।

৫২. যুননুন মিসরী[৪২] (র) থেকে বর্ণিত আছে : প্রত্যেক ভীত ব্যক্তিই পলায়নকারী, প্রত্যেক আসক্ত ব্যক্তিই আগ্রহী এবং আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতা সম্পর্ক অর্জনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই তার প্রবৃত্তি থেকে অপরিচিত থাকে। তিনি আরো বলেন : আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি বন্দী, তার অন্তর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, আল্লাহর জন্য তার 'আমল অনেক। তিনি আরো বলেন : আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি বিশ্বস্ত, তার অন্তর মেধাবী, আল্লাহ তা'আলার জন্য তার 'আমল পবিত্র।

৫৩. ইবনে সুলায়মান দারানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিটি কল্যাণের মূল হলো আল্লাহকে ভয় করা। দুনিয়ার চাবি হচ্ছে উদরপূর্তি করে খাওয়া এবং আখিরাতের চাবি হচ্ছে ক্ষুধার্ত থাকা।

৫৪. কেউ কেউ বলেন, 'ইবাদত হচ্ছে পেশা, এর দোকান হচ্ছে নির্জনতা, এর মূলধন হচ্ছে তাকওয়া, আর এর লাভ হচ্ছে জান্নাত।

৫৫. মালিক ইবনে দীনার[৪৩] (র) বলেন : তুমি তিনটি বস্তু দ্বারা তিনটি বস্তুকে সুন্দর কর, তাহলে মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে, অহংকারকে সুন্দর কর-বিনম্রতা দ্বারা, লোভকে সুন্দর কর-স্বল্পতুষ্টি দ্বারা, আর হিংসা-বিদ্বেষকে সুন্দর কর-উপদেশ দ্বারা।

---

৪২. যুননূন মিসরী (র) : সাওবান ইবনে ইবরাহীম ইখমীমী মিসরী। তাঁর উপনাম আবুল ফাইয়ায। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বুযুগ 'আবেদ। মূলতঃ তিনি ছিলেন নূরী বংশীয়। তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষা ও প্রজ্ঞার অধিকারী। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মিসরে বিভিন্ন অবস্থার ধারাবিন্যাস ও বেলায়াতের অধিকারী ব্যক্তিদের বিভিন্ন অবস্থান সম্পর্কে কথা বলেন। খলীফা 'আব্বাস তাঁর বিরুদ্ধে নাস্তিকতার অভিযোগ উত্থাপন করেন। তদন্ত শেষে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি সম্মানী ও মর্যাদাবান হিসেবে পরিচিত হন। অতঃপর তিনি মিসরে ফিরে আসেন এবং এখানেই তাঁর ইন্তিকাল হয়।

৪৩. মালিক ইবনে দীনার (র) : বসরী, আবূ ইয়াহইয়া তাঁর উপনাম। তিনি একজন হাদীসের বর্ণনাকারী। তিনি বুযুর্গ ছিলেন। নিজের উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। পারিশ্রমিক নিয়ে কুরআনের কপি লিপিবদ্ধ করতেন। বসরাতেই তাঁর ইন্তিকাল হয়।

www.waytojannah.com

চার উক্তিবিশিষ্ট অধ্যায়

১. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ যর গিফারী[৪৪] (রা)-কে সম্বোধন করে তিনি বলেন : হে আবূ যর! নৌকা (জলযান)-কে নবায়ন কর, কেননা, সমুদ্র খুবই গভীর। আর পরিপূর্ণ পাথেয় সাথে রাখবে, কেননা সফরের গন্তব্য অনেক দূর। বোঝা হালকা রাখবে, কেননা পাহাড়ের ঢাল আকাবাঁকা আর 'আমল খাঁটি করবে, কেননা যাছাইকারী সূক্ষ্মদ্রষ্টা।

২. কবি বলেন :

মানুষের উপর ফরয কাজ হলো তাওবা করা,
কিন্তু পাপকর্ম পরিহার করা অতি জরুরী।
বিপদাপদ ধৈর্যধারণ করা কষ্টকর,
কিন্তু সাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকা আরো কষ্টকর।
কালের আবর্তন-বিবর্তন[৪৫] আশ্চর্যজনক।
কিন্তু মানুষের অবহেলা আরো আশ্চর্যজনক।
সম্ভাব্য সব কিছুই নিকটবর্তী,
কিন্তু মৃত্যু তার চেয়েও অতি নিকটবর্তী।

৩. জনৈক দার্শনিক থেকে বর্ণিত আছে : চারটি বস্তু চমৎকার, আর চারটি বস্তু অতি চমৎকার। পুরুষদের পক্ষে লজ্জা-শরম চমৎকার, কিন্তু নারীদের পক্ষে অতি চমৎকার। ন্যায়পরায়ণতা যে কোন ব্যক্তির পক্ষে চমৎকার কিন্তু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পক্ষে অতি চমৎকার। বৃদ্ধের পক্ষে তাওবা করা চমৎকার, কিন্তু যুবকের পক্ষে তা অতি চমৎকার। দান-খয়রাত করা ধনীদের পক্ষে চমৎকার, কিন্তু গরীব-মিসকীনদের পক্ষে অতি চমৎকার।

---

৪৪. আবূ যর গিফারী (রা) : প্রসিদ্ধ সাহাবী। তিনি এমন সংসারত্যাগী, যিনি হযরত 'উসমান (রা)-এর বিলাসিতার প্রতিবাদ করেন। যার ফলে তাঁকে সিরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হয়। মু'আবিয়া (রা) শাসনকর্তা নিযুক্ত হলে তিনি তাঁকে দামেশক থেকে বের করে দেন। অতঃপর আবূ যর (রা) পালিয়ে যান এবং রবযা নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।

৪৫. সরফুহু : যুগের আবর্তন-বিবর্তন। একই অবস্থার উপর স্থিতিশীল না থাকা।

www.waytojannah.com

৪. জনৈক দার্শনিক থেকে বর্ণিত আছে : চারটি কাজ নিকৃষ্ট, কিন্তু চারটি কাজ অতি নিকৃষ্ট। যুবকের পক্ষে পাপকর্ম করা নিকৃষ্ট কাজ, কিন্তু বৃদ্ধের পক্ষে অতি নিকৃষ্ট কাজ। মূর্খের পক্ষে দুনিয়ার প্রতি ব্যস্ত হয়ে পড়া নিকৃষ্ট কাজ, কিন্তু 'আলেমের পক্ষে অতি নিকৃষ্ট কাজ। 'ইবাদতে অলসতা করা সব মানুষের পক্ষে নিকৃষ্ট কাজ, কিন্তু 'উলামায়ে কিরাম ও দ্বীনি ছাত্রদের পক্ষে তা অতি নিকৃষ্ট কাজ। ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে অহংকার করা নিকৃষ্ট কাজ, গরীব-মিসকীনদের পক্ষে তা অতি নিকৃষ্ট কাজ।

৫. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : আকাশবাসীর জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ আমানত স্বরূপ। এগুলো যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন এর দায়িত্ব আকাশবাসীর উপর। আমার পরিবার-পরিজন আমার উম্মতের জন্য আমানত স্বরূপ। আমার পরিবার-পরিজন শেষ হয়ে গেলে এর দায়িত্ব আমার উম্মতের উপর। আমি আমার সাহাবীদের জন্য আমানত স্বরূপ। আমি চলে গেলে এ দায়িত্ব আমার সাহাবীদের উপর। পাহাড়-পর্বত পৃথিবীবাসীর জন্য আমানত স্বরূপ। এগুলো যখন (শেষ হয়ে) যাবে, তখন এর দায়িত্ব পৃথিবীবাসীর উপর।

৬. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : চারটি কাজ অপর চারটি কাজ দ্বারা সমাপ্ত হয়। সিজদা সাহু দ্বারা নামায পরিপূর্ণ হয়, সদকায়ে ফিতর দ্বারা রোযা পরিপূর্ণ হয়; ফিদিয়া দ্বারা হজ্জ পরিপূর্ণ হয় এবং জিহাদ দ্বারা ঈমান পরিপূর্ণ হয়।

৭. 'আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র)[৪৬] থেকে বর্ণিত আছে : যে ব্যক্তি দৈনিক ১২ রাক'আত নামায আদায় করলো, সে নামাযের হক আদায় করলো। যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখল, সে রোযার হক আদায় করলো। যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ আয়াত তিলাওয়াত করলো, সে তিলাওয়াতের হক আদায় করলো। যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন ১ দিরহাম সদকা করলো, সে সদকার হক আদায় করলো।

---

৪৬. 'আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) : (১১৮-১৮১ হি.) ইবনে ওয়াযেহ হানযালী তামীমী মারওয়াযী (র)। উপনাম আবূ 'আবদুর রহমান। তিনি শায়খুল ইসলাম মুজাহিদ, ব্যবসায়ী। তিনি হাদীস, ফিকহ, আরবী ও আরব ইতিহাস সংকলন করেছেন। তিনি ছিলেন খোরাসানের অধিবাসী। জিহাদ প্রসঙ্গে তাঁর একটি কিতাব আছে। ইরাকের উত্তরদিকে রোমের যুদ্ধে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

www.waytojannah.com

৮. হযরত 'উমর (রা) বলেন : সমুদ্র চারটি : প্রবৃত্তি পাপকর্মের সমুদ্র, নফস প্রবৃত্তির সমুদ্র, মৃত্যু বয়সের সমুদ্র এবং কবর অনুতাপ-অনুশোচনার সমুদ্র।

৯. হযরত 'উসমান (রা) থেকে বর্ণিত : চারটি বস্তুতে আমি 'ইবাদতের স্বাদ পেয়েছি : আল্লাহ তা'আলার ফরয কাজসমূহ আদায় করার মধ্যে, আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে বিরত থাকার মধ্যে, আল্লাহ তা'আলার সাওয়াবের আশায় সৎকাজের আদেশ করার মধ্যে ও আল্লাহর ক্রোধ থেকে বাঁচার আশায় অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার মধ্যে।

তিনি আরো বলেন : চারটি কাজ এমন আছে, যেগুলোর বাহ্যিক দিক মর্যাদাপূর্ণ এবং ভিতরগত দিক ফরযের পর্যায়ভুক্ত। নেককার ব্যক্তিদের সাথে ওঠাবসা করা মর্যাদার বিষয় এবং তাদের অনুসরণ করা ফরয। কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত করা মর্যাদার বিষয় এবং সে অনুযায়ী 'আমল করা ফরয। কবরসমূহের যিয়ারত করা মর্যাদার বিষয় এবং এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা ফরয। রোগী দেখতে যাওয়া মর্যাদাপূর্ণ বিষয় এবং তার থেকে উপদেশ গ্রহণ করা ফরয।

১০. হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : যে জান্নাতের আগ্রহী হয়, সে কল্যাণকর কাজে দ্রুত অগ্রসর হয়। যে জাহান্নামের ভয় শংকিত থাকে, সে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিজকে হিফাযত করে। যে মৃত্যুর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে, তার উপর তৃপ্তিবোধ নিঃশেষ হয়ে যায়। যে দুনিয়াকে চিনতে পারে, বিপদাপদ তার উপর দুর্বল হয়ে যায়।

১১. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নামায দ্বীনের স্তম্ভ, তবে নীরবতা উত্তম। সদকা আল্লাহর ক্রোধকে নির্বাপিত করে, তবে নীরবতা উত্তম। রোযা জাহান্নামের ঢাল স্বরূপ, তবে নীরবতা উত্তম। জিহাদ হচ্ছে দ্বীনের কুঁজ[৪৭] তবে নীরবতা উত্তম।

১২. বনী ইসরাঈলের কোন এক নবীর প্রতি আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে ওহী প্রেরণ করেন যে, বাতিল বিষয় থেকে তোমার চুপ থাকা আমার জন্য রোযা; নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিরাপদে রাখা আমার জন্য নামায; মাখলূকের নিকট তোমার কোন কিছুর আশা না করা আমার জন্য সদকা এবং মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া থেকে তোমার বিরত থাকা আমার জন্য জিহাদ।

---

৪৭. সিনাম 'সীন' অক্ষরে যের দিয়ে পড়তে হবে। অর্থ কুঁজ।

১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : চারটি বিষয় অন্তরের অন্ধকার। কারো খেয়াল না করে নিজের উদর পূর্তি করা, জালিমদের সংস্পর্শ গ্রহণ করা, অতীত পাপকর্মের কথা ভুলে যাওয়া, দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। আর চারটি বিষয় অন্তরের আলো : কোন আশংকার[৪৮] কারণে ক্ষুধার্ত পেট, নেকারদের সংস্পর্শে গ্রহণ করা, অতীত পাপকর্ম মনে রাখা ও সংক্ষিপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা।

১৪. হাতিম আসাম্ম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি চারটি বিষয় ছাড়া চারটি বিষয়ের দাবি করবে, তার দাবি মিথ্যা। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ভালবাসার দাবি করে অথচ আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে বিরত থাকে না, তার দাবি মিথ্যা। যে ব্যক্তি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর ভালবাসার দাবি করে, অথচ গরীব-মিসকীনকে অপছন্দ করে, তার দাবি মিথ্যা। যে ব্যক্তি জান্নাতকে ভালবাসার দাবি করে, অথচ সদকা করে না, তার দাবি মিথ্যা। যে ব্যক্তি জাহান্নামকে ভয় করার দাবি করে, অথচ পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে না, তার দাবি মিথ্যা।

১৫. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : দুর্ভাগ্যের লক্ষণ চারটি—অতীত পাপকর্ম ভুলে যাওয়া, অথচ আল্লাহ তা'আলার নিকট তা সংরক্ষিত। অতীত নেককাজের আলোচনা করা, অথচ সে জানে না তা গ্রাহ্য হয়েছে না প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এমন ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করা, যে দুনিয়ার দিক থেকে তার চেয়ে ঊর্ধ্বে। এমন ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যে দ্বীনের দিক থেকে তার চেয়ে নিম্নে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমি তো তাকে চাই, কিন্তু সে আমাকে চায় না। কাজেই আমি তাকে বাদ দিয়ে দিলাম। সৌভাগ্যের লক্ষণ চারটি : অতীত পাপকর্ম স্মরণে রাখা; অতীত নেককাজের কথা ভুলে যাওয়া; দ্বীনের ক্ষেত্রে নিজের চেয়ে ঊর্ধের ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করা; দুনিয়ার ক্ষেত্রে নিজের চেয়ে নিম্নের ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করা।

১৬. জনৈক দার্শনিক থেকে বর্ণিত আছে, ঈমানের নিদর্শন চারটি : তাকওয়া, লজ্জা, কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্য।

১৭. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মূল হচ্ছে চারটি বিষয়। ঔষধের মূল, শিষ্টাচারিতার মূল, ইবাদতের

৪৮. মিন হযরিন : এ আশংকায় যে, অপর সঙ্গীর উপর এমন কিছু আপতিত হবে, যা তার জন্য হালাল নয়।

www.waytojannah.com

মূল ও নিরাপত্তার মূল। ঔষধের মূল হচ্ছে অল্প আহার, শিষ্টাচারিতার মূল হচ্ছে অল্প আলাপ, 'ইবাদতের মূল হচ্ছে অল্প পাপকর্ম, নিরাপত্তার মূল হচ্ছে ধৈর্য।

১৮. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : আদম সন্তানের দেহে এমন চারটি উপাদান আছে, চারটি বিষয় যেগুলোকে বিলুপ্ত করে দেয়। উপাদান চারটি হলো : বিবেক, দ্বীন, লজ্জা ও নেক 'আমল। ক্রোধ বিবেককে বিলুপ্ত করে দেয়, হিংসা দ্বীনকে বিলুপ্ত করে দেয়, লোভ লজ্জাকে বিলুপ্ত করে দেয় ও পরনিন্দা নেক 'আমলকে বিলুপ্ত করে দেয়।

১৯. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : জান্নাতের চারটি বস্তু জান্নাত অপেক্ষা উত্তম। জান্নাতে চিরকাল অবস্থান করা জান্নাত অপেক্ষা উত্তম। জান্নাতে ফিরিশতাদের সেবা জান্নাত অপেক্ষা উত্তম। জান্নাতে নবীদের পড়শী হওয়া জান্নাত অপেক্ষা উত্তম এবং জান্নাতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা, জান্নাত অপেক্ষা উত্তম।

অনুরূপভাবে জাহান্নামের মধ্যে চারটি বস্তু জাহান্নাম অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করা জাহান্নাম অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জাহান্নামে কাফিরদের উদ্দেশ্যে ফিরিশতাদের ধমকি জাহান্নাম অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জাহান্নামে শয়তানের পড়শী হওয়া জাহান্নাম অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জাহান্নামে আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের শিকার হওয়া জাহান্নাম অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

২০. জনৈক দার্শনিক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি যখন জিজ্ঞাসিত হন : "আপনি কেমন আছেন?" জবাবে তিনি বলেন : মাওলার সাথে অনুকূল অবস্থায়, প্রবৃত্তির সাথে প্রতিকূল অবস্থায়, সৃষ্টির সাথে উপদেশের মুখাপেক্ষী অবস্থায় ও দুনিয়ার সাথে প্রয়োজন পরিমাণ অবস্থায় আছি।

২১. জনৈক দার্শনিক চারটি[৪৯] আসমানী গ্রন্থ থেকে চারটি উক্তি চয়ন করে বেছে নিয়েছেন। তা এই যে, তাওরাতের উক্তি : যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া দানের উপর সন্তুষ্ট থাকে, দুনিয়া ও আখিরাতে সে সুখ ভোগ করবে। ইনজীলের উক্তি : যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে ইজ্জত-সম্মান লাভ করবে। যাবূরের উক্তি : যে ব্যক্তি মানুষদের থেকে নির্জনতা অবলম্বন করে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি পাবে। ফুরকানের (কুরআনের) উক্তি : যে ব্যক্তি যবানকে সংযত রাখবে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপদে থাকবে।

---

৪৯. আরবীতে শব্দটি اربع كتب লেখা হয়েছে। আসলে এর সঠিক শব্দ হবে أربعة كتب

২২. হযরত 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত : আল্লাহর শপথ, আমি শুধু এ পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছি যে, আমার উপর আল্লাহ তা'আলার জন্য চারটি নি'আমত ছিল। এক. যখন আমার কোন গুনাহ ছিল না। দুই. যখন এর চেয়ে বড় কিছু ছিল না। তিন. নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি যখন সন্তুষ্টি ছিল না। চার. এর বিনিময়ে আমি সাওয়াবের আশাবাদী।

২৩. 'আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি হাদীসের ভান্ডার সংকলন করেন। অতঃপর তা হতে ৪০ হাজার হাদীস বাছাই করেন। সেগুলো থেকে আবার ৪ হাজার হাদীস বাছাই করেন। সেগুলো থেকে আবার ৪শ' হাদীস বাছাই করেন। সেগুলো থেকে আবার ৪০টি হাদীস বাছাই করেন। অতঃপর এগুলো থেকে মাত্র ৪টি উক্তি বাছাই করেছেন। যথা : ১. প্রতিটি অবস্থায় নারীর উপর নির্ভর করো না; ২. প্রতিটি অবস্থায় সম্পদ দ্বারা প্রতারিত হয়ো না; ৩. অসাধ্য কাজে তোমার শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করো না এবং ৪. এমন 'ইলম অর্জন করো না, যা তোমার কোন কাজে আসবে না।

২৪. আল্লাহ তা'আলার বাণী : وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ "তিনি নেতা, নারীদের সংসর্গ থেকে বিরত ও নেককারদের মধ্য থেকে একজন নবী"[৫০] এ আয়াত প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ (র) বলেন : আল্লাহ তা'আলা ইয়াহইয়া 'আলায়হিস সালামকে নেতা বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ তিনি তাঁর বান্দা। সম্ভবত[৫১] চারটি বস্তুর উপর তাঁর (ইয়াহইয়ার) নিয়ন্ত্রণ ছিল। প্রবৃত্তির উপর, ইবলীসের উপর, যবানের[৫২] উপর ও ক্রোধের উপর।

২৫. হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত : যতক্ষণ পর্যন্ত চারটি বস্তু বাকী থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বীন-দুনিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যথা : ১. যতক্ষণ পর্যন্ত বিত্তশালীরা তাদের অর্জিত সম্পদে কৃপণতা করবে না; ২. যতক্ষণ পর্যন্ত 'উলামায়ে কিরাম তাদের 'ইলম অনুযায়ী 'আমল করবে; ৩. যতক্ষণ পর্যন্ত অজ্ঞ-মূর্খরা তাদের অজানা বিষয়ে অহংকার করবে না এবং ৪. যতক্ষণ পর্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিরা দুনিয়ার বিনিময়ে তাদের আখিরাত বিক্রয় করবে না।

২৬. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা চার প্রকার মানুষের বিরুদ্ধে

---

৫০. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩৯।

৫১. গালিবান : অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণকারী।

৫২. যবানের উপর : যবান ফসকে যাওয়ার উপর।

www.waytojannah.com

চারজন ব্যক্তিকে দলীল হিসেবে দাঁড় করাবেন। বিত্তশালীদের বিরুদ্ধে হযরত সুলায়মান ইবনে দাউদ ('আ)-কে; দাসদের বিরুদ্ধে হযরত ইউসুফ[৫৩] ('আ)-কে; অসুস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে হযরত আইউব ('আ)-কে এবং গরীব-মিসকীনদের বিরুদ্ধে হযরত 'ঈসা ('আ)-কে।

২৭. সা'আদ ইবনে বিলাল (র) হতে বর্ণিত যে, বান্দা যখন পাপকর্ম করে, আল্লাহ তা'আলা চারটি স্বভাব দ্বারা তার উপর অনুগ্রহের ধারা অব্যাহত রাখেন। রিযক থেকে তাকে বঞ্চিত করেন না, সুস্থতা থেকে তাতে বঞ্চিত করেন না, তার পাপকর্ম প্রকাশ করে দেন না এবং শীঘ্রই তাকে শাস্তি দেন না।

২৮. হাতিম আসাম্ম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি চারটি বস্তুকে চারটি বস্তুর দিকে ফিরিয়ে দেবে, সে জান্নাত পাবে। নিদ্রাকে কবরের দিকে, গৌরবকে মীযান (নেকীবদী ওজন করার পাল্লা)-এর দিকে, প্রফুল্লতাকে পুলসিরাতের দিকে ও প্রবৃত্তিকে জান্নাতের দিকে।

২৯. হামেদ লাফফাফ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : চারটি বস্তুকে আমরা চারটি বস্তুতে সন্ধান করেছি। অতঃপর এগুলোর পথ নির্ধারণ করতে আমাদের ত্রুটি হয়ে গেছে। পরে অন্য চারটি বস্তুতে তা আমরা খুঁজে পেয়েছি। অমুখাপেক্ষিতার সন্ধান করেছি সম্পদের মধ্যে, অতঃপর তা পেয়েছি স্বল্পতুষ্টির মধ্যে; প্রফুল্লতার সন্ধান করেছি অঢেল সম্পদের মধ্যে, অতঃপর তা পেয়েছি অল্প সম্পদের মধ্যে। তৃপ্তিবোধ সন্ধান করেছি নি'আমতের মধ্যে, অতঃপর তা পেয়েছি সুস্থ শরীরের মধ্যে, আর রিযকের সন্ধান করেছি পৃথিবীতে, অতঃপর তা পেয়েছি আকাশে।

৩০. হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : চারটি বস্তু অল্প হলেও তা বেশি—যন্ত্রণা, দরিদ্রতা, আগুন ও শত্রুতা।

৩১. হাতিম আসাম্ম (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : চারটি বস্তুর মর্যাদা চারটি বস্তু ছাড়া জানা যায় না। যৌবনের মূল্য বৃদ্ধরাই জানতে পারে। বিপদমুক্ত থাকার মূল্য বিপদগ্রস্তই জানতে পারে। সুস্থতার মূল্য অসুস্থ ব্যক্তিই জানতে পারে। জীবনের মূল্য মৃত্যুর পরই জানা যায়।

---

৫৩. ইউসুফ : কেননা, হযরত ইউসুফ 'আলায়হিস সালামকে মিসরের নৃপতির নিকট দাস হিসেবে বিক্রয় করা হয়েছিল।

www.waytojannah.com

৩২. কবি আবূ নুওয়াস[৫৪] বলেন :

আমার পাপরাশির প্রতি চিন্তা-ফিকির করে দেখি
এগুলো অনেক বেশি,
আমার রবের রহমতের পরিধি
আমার পাপরাশির চেয়েও বেশি।
নেককাজের প্রতি আমার যে অভিলাষ
হায়, আমল করতাম যদি!
কিন্তু আল্লাহর রহমতের সাগরে
আমি আরো বেশি আশাবাদী।
তিনি আল্লাহ, আমার রব,
আমার সৃষ্টিকর্তা তিনি,
আমি তাঁর স্বীকৃত গোলাম
করছি মিনতি; হয়ে চরম বিনয়ী,
আমার পাপের ক্ষমা যদি হয় মঞ্জুর
তবে এটি রহমত,
আর যদি হয় ভিন্ন কিছু,[৫৫]
তবে করব না কোন কসরত।

৩৩. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন : কিয়ামতের দিন যখন তুলাদণ্ড স্থাপন করা হবে, তখন নামাযীদের আনা হবে এবং তুলাদণ্ড দিয়ে তাদের প্রাপ্য পুরা করে দেয়া হবে। তারপর রোযাদারকে আনা হবে এবং তুলাদণ্ড দিয়ে তাদের প্রাপ্য পুরা করে দেওয়া হবে। তারপর হাজীদের আনা হবে এবং তুলদণ্ড দিয়ে তাদের প্রাপ্য পুরা করে দেয়া হবে। তারপর আনা হবে বিপদগ্রস্ত বক্তিদের। তাদের জন্য তুলাদণ্ড স্থাপন করা হবে না

---

৫৪. আবূ নুওয়াস : (আল-হাসান ইবনে হানী)। তিনি ইসলামী সংস্কৃতিতে উজ্জীবিত একজন ব্যক্তিত্ব। হাদীস বর্ণনায় তিনি ছিলেন একজন দক্ষ বর্ণনাকারী। পাগলামী ও মদ সম্পর্কীয় কবিতা রচনায় তিনি যদি প্রসিদ্ধ না হতেন তবে মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করাকে চমৎকার মনে করতেন। তিনি ছিলেন আরবীতে পারদর্শী একজন ফকীহ, 'নাওয়াদের' গ্রন্থের প্রণেতা। অবশ্য খলীফা আমীন ইবনে হারুনুর রশীদের পরবর্তী আমলে জীবনের শেষ সময়ে তিনি তাওবা করেন।

৫৫. মনজূর না হওয়ার অর্থ প্রতিশোধ ও শাস্তি।

www.waytojannah.com

এবং 'আমলানামাও[৫৬] খোলা হবে না। আর তাদের প্রাপ্য পুরা করে দেয়া হবে কোন হিসাব ছাড়া। এমনকি বিপদমুক্ত ব্যক্তিরা এ আশাবাদ ব্যক্ত করবে যে, তারাও যদি আল্লাহ তা'আলার বেশি সাওয়াব পেয়ে তাদের পর্যায়ভুক্ত হতে পারত!

৩৪. জনৈক দার্শনিক থেকে বর্ণিত আছে : আদম সন্তান চারটি ছিনতাইকারীর মুখোমুখি হবে। মৃত্যুদূত তার রূহ কেড়ে নেবে, ওয়ারিসরা তার সম্পদ কেড়ে নিবে, পোকামাকড় তার দেহ কেড়ে নিবে এবং কিয়ামতের দিন প্রাপকরা তার 'আমল কেড়ে নেবে।

৩৫. জনৈক দার্শনিক থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি প্রবৃত্তি চর্চায় নিয়োজিত হবে, তার জন্য নারী আবশ্যক। যে ব্যক্তি সম্পদ জমা করার কাজে নিয়োজিত হবে, তার জন্য হারাম উপার্জন দরকার। যে ব্যক্তি মুসলমানদের উপকার সাধন করার কাজে নিয়োজিত হবে, তার জন্য কোমল আচরণ আবশ্যক। আর যে ব্যক্তি 'ইবাদতে নিয়োজিত হবে, তার জন্য 'ইলম আবশ্যক।

৩৬. হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত : চারটি স্বভাবের সাথে 'আমল করা অধিকতর কঠিন। ক্রোধের সময় ক্ষমা করে দেয়া, অভাব-অনটনের সময় দান-সদকা করা, নির্জনে সতীত্ব বজায় রাখা এবং এমন ব্যক্তির নিকট হক কথা বলা, যাকে সে ভয় করে কিংবা যার নিকট কিছু পাওয়ার আশা করে।

৩৭. যাবূর গ্রন্থে রয়েছে : হযরত দাউদ 'আলায়হিস সালামের প্রতি আল্লাহ তা'আলা এরূপ ওহী প্রেরণ করেন যে, বিবেকবান প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তি চারটি মুহূর্ত থেকে মুক্ত হয় না—তার রবের নিকট মুনাজাত করার মুহূর্ত, আত্মসমালোচনা করার মুহূর্ত, সেসব ভাইয়ের সাথে কথা বলার মুহূর্ত, যারা তার বিভিন্ন দোষত্রুটি সম্পর্কে অবগত করিয়ে দেয়; নিজের ও হালাল বস্তু উপভোগের একান্ত মুহূর্ত।

৩৮. জনৈক দার্শনিক বলেন : (দাসত্বমূলক) সমস্ত 'ইবাদত চারটি[৫৭] : ওয়াদা পূর্ণ করা, দণ্ডবিধি (হদ) বাস্তবায়ন করা, হারিয়ে[৫৮] গেলে ধৈর্যধারণ করা ও উপস্থিত বস্তুর উপর সন্তুষ্ট থাকা।

---

৫৬. দিওয়ান : 'আমলনামা। এমন রেজিস্টার যার মধ্যে বান্দার নেক ও বদ সব ধরনের 'আমল লিপিবদ্ধ থাকবে।

৫৭. أربعة , মূল গ্রন্থে শব্দটি এভাবে লেখা আছে। সঠিক শব্দটি أربع হবে।

৫৮. হারিয়ে যাওয়ার অর্থ নিজের পরিবার-পরিজনের কেউ মৃত্যুবরণ করা।

www.waytojannah.com

পাঁচ উক্তিবিশিষ্ট অধ্যায়

১. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত : পাঁচ ধরনের ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করল পাঁচটি ক্ষতি হয়। 'উলামায়ে কিরামকে অবজ্ঞা করলে দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়; নেতৃস্থানীয় লোকদের অবজ্ঞা করলে দুনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়; প্রতিবেশীদের অবজ্ঞা করলে লাভজনক বিষয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়; ক্ষমতাবান লোকদের অবজ্ঞা করলে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়; নিজের পরিবার-পরিজনকে অবজ্ঞা করলে উত্তম জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : আমার উম্মতের উপর অচিরেই এমন একটি যুগ আসবে যখন তারা পাঁচটি বস্তুকে মহব্বত করবে, আর পাঁচটি বস্তুকে ভুলে যাবে। দুনিয়াকে তারা মহব্বত করবে, আর আখিরাতকে ভুলে যাবে। বাড়িঘরকে মহব্বত করবে, আর কবরসমূহকে ভুলে যাবে। সম্পদকে মহব্বত করবে, আর হিসাব-নিকাশ ভুলে যাবে। পরিবার-পরিজনকে মহব্বত করবে, আর তাদের অধিকার ভুলে যাবে। নিজকে মহব্বত করবে, আর আল্লাহকে ভুলে যাবে। তারা আমার থেকে দায়মুক্ত এবং আমিও তাদের থেকে দায়মুক্ত।

৩. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : আল্লাহ তা'আলা কাউকে পাঁচটি বস্তু দান করলে, তার জন্য আরো পাঁচটি বস্তু প্রস্তুত করে রাখেন। কাউকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ দান করলে, তার জন্য তা বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কাউকে দু'আ করার সুযোগ দিলে, তার জন্য তা গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেন। কাউকে ক্ষমা প্রার্থনা করার সুযোগ দান করলে, তাকে ক্ষমা করার ব্যবস্থা করেন। কাউকে তাওবা করার সুযোগ দান করলে, তা কবূল করার ব্যবস্থা করেন। কাউকে সদকা করার সুযোগ দান করলে তার জন্য তা কবূল করার ব্যবস্থা করেন।

৪. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত : অন্ধকার পাঁচটি, এর জন্য বাতিও পাঁচটি। দুনিয়ার ভালবাসা একটি অন্ধকার, তাকওয়া হচ্ছে এর বাতি। গুনাহ একটি অন্ধকার, তাওবা হচ্ছে এর বাতি। কবর একটি অন্ধকার, 'লা-ইলাহা

ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' হচ্ছে এর বাতি। আখিরাত একটি অন্ধকার, নেককাজ এর বাতি। পুলসিরাত একটি অন্ধকার, ইয়াকীন হচ্ছে এর বাতি।

৫. হযরত 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তার উপর মওকূফ অথবা হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মারফূ' হওয়ার ভিত্তিতে তিনি বলেন : অদৃশ্যের দাবি না থাকলে পাঁচ[৫৯] ধরনের ব্যক্তির জন্যে আমি এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা জান্নাতী। পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণকারী দরিদ্র ব্যক্তি, যে স্ত্রীর প্রতি তার স্বামী সন্তুষ্ট থাকে, যে স্ত্রী তার মহরের পাওনা স্বামীকে সদকা করে দেয়, যে ব্যক্তির উপর তার পিতামাতা সন্তুষ্ট থাকে এবং গুনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি।

৬. হযরত 'উসমান (রা) থেকে বর্ণিত : পাঁচটি বিষয় মুত্তাকীদের লক্ষণ। যৌনাঙ্গ[৬০] ও জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি শুধু তাদের মজলিসেই অংশগ্রহণ করে যারা দ্বীনি বিষয়কে শুধরে দেয়। দুনিয়ার বড় কিছু তার উপর এসে পড়লে, একে বিপদ হিসেবে দেখে। দ্বীনের ছোট কোন কাজও সামনে আসলে গনীমত মনে করে। হারামের মিশ্রণ থাকার আশংকায় হালাল খাবার দ্বারাও তার উদরপূর্তি করে না। সমস্ত মানুষকে মুক্তিপ্রাপ্ত হিসেবে দেখে, আর নিজকে দেখে ধ্বংসশীল হিসেবে।

৭. হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত : পাঁচটি স্বভাব না থাকলে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ নেককার হয়ে যেত। না জানার কারণে অল্পতুষ্টি, দুনিয়ার প্রতি লোভ, অতিরিক্ত সম্পদে কৃপণতা, লোক দেখানো 'আমল ও রায় দ্বারা বিস্মিত করা।

৮. জমহূর 'উলামা (র) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে পাঁচটি বিষয় দ্বারা সম্মানিত করেছেন। নাম, শরীর, দান, ত্রুটি ও সন্তুষ্টি দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করেছেন। রিসালাতের[৬১] উল্লেখ করে তাঁকে ডাক দিয়েছেন, নাম ধরে ডাক দেননি। সমস্ত

---

৫৯. মূল কিতাবে আরবী শব্দটি خمس লেখা হয়েছে, বিশুদ্ধ হবে خمسة ।

৬০. যৌনাঙ্গ নিয়ন্ত্রণে রাখার অর্থ হল : সতীত্ব বজায় রেখে যৌনাঙ্গের হিফাযত করা আর জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রাখার অর্থ হল, অশ্লীল কথাবার্তা ও অপ্রয়োজনীয় আলাপন থেকে জিহ্বাকে হিফাযত করা।

৬১. হে নবী! ... ... হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে প্রবেশ কর ... ... আমি বললাম, হে নূহ! এরা তো তোমার পরিজনভুক্ত নয়। ... ... হে ইবরাহীম! তুমি কি তোমার মা'বূদ থেকে বিমুখ? ... ... হে যাকারিয়া! মজবূত করে কিতাবকে ধারণ কর।

নবীকে নাম ধরে ডাক দিয়েছেন যেমন, আদম, নূহ, ইবরাহীম প্রমুখ। আর যখনই তিনি কোন বস্তুকে ডাকতেন, তখনই তা তাঁর ডাকে সাড়া দিত। অন্যান্য নবীদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য ছিল না। তাঁর কোন আবেদন ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করতেন। তাঁর কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন বলা হয়েছে : عفا الله عنك (আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন)। তাঁর ফিদয়া, সদকা ও ব্যয় তাঁর উপর ফেরত দেননি, যেমন ফেরত দিয়েছিলেন অন্যান্য সকল নবীর উপর।

৯. হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস[৬২] (রা) থেকে বর্ণিত : পাঁচটি বিষয় যার মধ্যে থাকবে, দুনিয়া ও আখিরাতে সে সৌভাগ্যবান হবে। সময়ের পর সময় ধরে এ আলোচনা করা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল)। যখন কোন বিপদে আক্রান্ত হয়, তখন সে বলে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আলিয়্যিল' 'আযীম' (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্যে, তাঁর নিকটেই আমরা ফিরে যাব, সমুন্নত সুমহান আল্লাহ ছাড়া আর কোন আশ্রয়ও নেই, কোন শক্তিও নেই)। যখন সে কোন নি'আমত[৬৩] প্রাপ্ত হয়, তখন ওই নি'আমতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য সে বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামিন' (সব প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য)। যখন সে কোন কাজ আরম্ভ করে, তখন সে বলে : 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' (পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে)। যখন কোন গুনাহ হয়ে যায়, তখন বলে : 'আসতাগফিরুল্লাহিল 'আযীম ওয়াআতুবু ইলায়হি' (মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই নিকট তাওবা করছি)।

১০. হযরত হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তাওরাত গ্রন্থে পাঁচটি বাণী লিপিবদ্ধ আছে : অমুখাপেক্ষিতা রয়েছে অল্পতুষ্টির মধ্যে, নিরাপত্তা

৬২. 'আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস (রা) : তাঁর পিতা মিসর বিজেতা। তিনি মুত্তাকী, বুযুর্গ। তিনি তাঁর সহীফায় আল্লাহর রাসূলের হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : 'আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস ছাড়া আমার চেয়ে বেশি আল্লাহর রাসূলের হাদীস আর কারো নিকট নেই। কেননা, তিনি তাঁর সহীফায় হাদীস লিখে রাখতেন।

৬৩. আরবীতে যদিও শব্দটি اعطى بنعمته দেওয়া হয়েছে, আসলে সঠিক হবে اعطى نعمة ।

রয়েছে একাকীত্বে, সম্মান রয়েছে প্রবৃত্তি দমনের মধ্যে, সম্ভোগ লাভ হয় দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এবং ধৈর্য রয়েছে অল্প সময়ের মধ্যে।

১১. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত : পাঁচটি সময়ের পূর্বে পাঁচটি সময়কে গনীমত মনে করবে। বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনের, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতার, দরিদ্রতার পূর্বে ধনাঢ্যতার, মৃত্যুর পূর্বে জীবনের ও ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার পূর্বে অবসর সময়ের মূল্যায়ন কর।

১২. ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয (র) থেকে বর্ণিত : যার খাবারে তৃপ্তিবোধ যত বেশি হবে, তার গোশত তত বেশি হবে। যার গোশত যত বেশি হবে, তার প্রবৃত্তি (চাহাত) তত বেশি হবে। যার প্রবৃত্তি যত বেশি হবে, তার গুনাহ তত বেশি হবে। যার গুনাহ যত বেশি হবে, তার মন তত কঠোর হবে। যার মন যত কঠোর হবে, দুনিয়ার বিপদাপদ ও চাকচিক্যে সে তত বেশি নিমজ্জিত হবে।

১৩. সুফিয়ান সাওরী (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : গরীব-মিসকীন ব্যক্তিরা বেছে নিয়েছে পাঁচটি বিষয়, আর বিত্তশালী-ধনীরা বেছে নিয়েছে অন্য পাঁচটি। গরীবরা বেছে নিয়েছে : নিজের প্রশান্তি, মনের অবসরতা, রবের দাসত্ব, হিসাবের সহজতা ও উঁচু মর্যাদা। আর ধনীরা বেছে নিয়েছে : আত্মার ক্লেশ, মনের ব্যস্ততা, দুনিয়ার দাসত্ব, হিসাবের কঠোরতা ও নিচু মর্যাদা।

১৪. 'আবদুল্লাহ ইন্তাকী (র) থেকে বর্ণিত : পাঁচটি বস্তু এমন আছে, যা মনের ঔষধ। নেককারদের মজলিস, কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত, পেটের শূন্যতা, রাতের দাঁড়িয়ে নামায ও প্রভাতবেলার কান্নাকাটি।

১৫. জমহূর 'উলামায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত : চিন্তা-ফিকর পাঁচ প্রকার। আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে চিন্তা-ফিকর করা, এরদ্বারা আল্লাহর একত্ববাদ ও ইয়াকীন তৈরি হয়। আল্লাহ তা'আলার নি'আমতরাজির[৬৪] মধ্যে চিন্তা-ফিকর করা, এরদ্বারা মহব্বত তৈরি হয়। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার প্রতি চিন্তা-ফিকর করা, এরদ্বারা আসক্তি সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলার ধমকের মধ্যে চিন্তা-ফিকর করা, এরদ্বারা ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ থাকা সত্ত্বেও 'ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা চিন্তা করা, এতে লজ্জা তৈরি হয়।

---

৬৪. آلاء অর্থ : নি'আমতসমূহ। যেমন, সূরা আর-রাহমানে বলা হয়েছে : "তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নি'আমতকে অস্বীকার করবে?"

www.waytojannah.com

১৬. জনৈক দার্শনিক থেকে বর্ণিত আছে : তাকওয়ার সামনে পাঁচটি বাধা রয়েছে। যে এগুলো অতিক্রম করতে পারবে, সে তাকওয়া অর্জন করতে পারবে। এক. নি'আমতের উপর কঠোরতা অবলম্বন করা; দুই. প্রশান্তির উপর কষ্ট করাকে বেছে নেয়া; তিন. ইজ্জত-সম্মানের উপর লাঞ্ছনাকে বেঁছে নেয়া; চার. অপ্রয়োজনীয় কথা বা কাজের উপর নীরবতাকে বেছে নেয়া এবং পাঁচ. জীবনের উপর মৃত্যুকে বেছে নেয়া।

১৭. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে : গোপনীয়তা গোপন বিষয়কে সুরক্ষা[৬৫] করে, দান-সদকা, ধন-সম্পদকে সুরক্ষা করে, নিষ্ঠা 'আমলকে সুরক্ষা করে, সত্যতা কথাবার্তাকে সুরক্ষা করে এবং পরামর্শ মতামতকে সুরক্ষা করে।

১৮. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : সম্পদ জমা করার মাঝে পাঁচটি বিষয় রয়েছে : জমা করার মধ্যে কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার করা। এর দেখাশোনার কারণে আল্লাহর যিকর থেকে বিমুখ থাকা। চুরি-ডাকাতি হয়ে যাওয়ার ভয়। নিজের জন্য কৃপণের নাম হওয়ার সম্ভাবনা। এর কারণে নেককার ব্যক্তিদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা।

সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও পাঁচটি বিষয় পাওয়া যায় : মালের তালাশ থেকে মনের প্রফুল্লতা; আল্লাহর যিকরের জন্য মালের হিফাযত থেকে অবসর পাওয়া; চুরি-ডাকাতি হওয়ার ভয় থেকে নিরাপদ থাকা; নিজের জন্য মান-সম্মান উপার্জন করা ও সম্পদ না থাকার[৬৬] কারণে নেককার ব্যক্তিদের সোহবত লাভ করা।

১৯. সুফিয়ান সাওরী (র) থেকে বর্ণিত : এ যুগের যে কোন মানুষের নিকট সম্পদ জমা হলেই এ পাঁচটি স্বভাব পাওয়া যায় : দীর্ঘ আশা, প্রচণ্ড লোভ, কঠিন কৃপণতা, অল্প ধার্মিকতা ও আখিরাতের বিস্মৃতি।

২০. কবি বলেন :

হে নিজের দিকে দুনিয়াকে সম্বোধনকারী ব্যক্তি!
প্রতিদিনই এ দুনিয়ার নতুন নতুন বন্ধু মিলে
পছন্দমত স্বামী নিয়ে সহবাসও করে তৃপ্তিভরে
একটু পরেই ভিন্ন স্থানে বদলে ফেলে ঘৃণা ভরে

---

৬৫. আরবী শব্দটি মূল কিতাব يحصن লেখা আছে; সঠিক শব্দটি হবে تحصن ।

৬৬. মোটেই মালের অস্তিত্ব না থাকার কারণে।

www.waytojannah.com

দুনিয়া যখন মুখোমুখি হয় তার বাগদত্তাদের সাথে
একে অপরকে রাঙিয়ে তোলে স্বজাতির রক্তপাতে
নিশ্চয়ই আমি অতিপ্রতারিত, আর বালা-মুসীবত
ক্রমেই কার্যকরী হয়ে ওঠে আমার দেহের ভিতর
মৃত্যুর জন্য পাথেয় লও, মৃত্যুপথের যাত্রীদল
মৃত্যু, মৃত্যু, ডাক দিয়ে যায়, চলরে তোরা এখুনি চল।

২১. হাতিম আসাম্ম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তাড়াহুড়া করা শয়তানের কাজ। তবে পাঁচটি বিষয়ে তাড়াতাড়ি করা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত। (এক) যখন মেহমান আসে, তখন তাকে খাবার পরিবেশন করা; (দুই) কেউ মারা গেলে মৃতের দাফনের ব্যবস্থা করা; (তিন) কন্যা সন্তান সাবালিকা হলে বিয়ের ব্যবস্থা করা; (চার) ঋণ যখন ওয়াজিব হয়ে যায়, তা শোধ করার ব্যবস্থা করা এবং (পাঁচ) যখন কোন গুনাহ হয়ে যায়, তখন তাওবা করা।

২২. মুহাম্মদ ইবনে দূরী (র) বলেন : পাঁচটি কারণে ইবলীস দুর্ভাগা হয়েছে—অপরাধ স্বীকার করেনি, অনুতপ্ত হয়নি, নিজকে তিরস্কার করেনি, তাওবার উপর অটল থাকেনি এবং আল্লাহর রহমত থেকে সে নিরাশ হয়ে গেছে।

পাঁচটি কারণে হযরত আদম আলায়হিস সালাম সৌভাগ্যবান হয়েছেন—অপরাধ স্বীকার করেছেন, কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত হয়েছেন, নিজকে তিরস্কার করেছেন, তাওবা করেছেন এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হননি।

২৩. শাকীক বলখী[৬৭] (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : তোমাদের সামনে পাঁচটি কাজ উপস্থাপন করছি। সে অনুপাতে তা 'আমল করবে। আল্লাহর 'ইবাদত এ পরিমাণ কর, যে পরিমাণ তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। দুনিয়ার এ পরিমাণ অংশ গ্রহণ কর, যে পরিমাণ সময় এখানে তোমাদের থাকতে হবে। আল্লাহর নাফরমানী[৬৮] এ পরিমাণ কর, তাঁর শাস্তি ভোগ করার ক্ষমতা তোমাদের যে পরিমাণ আছে। দুনিয়াতে এ পরিমাণ পাথেয় সংগ্রহ কর, যে পরিমাণ সময় কবরে তোমাদেরকে থাকতে হবে। জান্নাতের জন্য এ পরিমাণ আমল কর, যে পরিমাণ সময় তোমরা সেখানে থাকতে চাও।

---

৬৭. শাকীক বলখী (র) : খোরাসানের প্রসিদ্ধ মাশায়েখে কিরামের মধ্যে তিনি অন্যতম যাহেদ, সূফী। সম্ভবত তিনি প্রথম ব্যক্তি, যিনি সূফীতত্ত্ব নিয়ে মুখ খোলেন। তিনি ছিলেন বড় বড় মুজাহিদদের অন্যতম। ট্রান্সঅক্সিয়ানার কুলান যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

৬৮. আল্লাহর নাফরমানী করার অর্থ আল্লাহর নাফরমানীর মাধ্যমে গুনাহ করা।

www.waytojannah.com

২৪. হযরত 'উমর (রা) বলেন : আমি সমস্ত বন্ধুবান্ধবকে দেখলাম, যবানের হিফাযত অপেক্ষা উত্তম বন্ধু আর কাউকে দেখিনি। আমি সমস্ত পোশাক-পরিচ্ছদকে দেখলাম, ধার্মিকতা অপেক্ষা উত্তম কোন পোশাক দেখিনি, আমি সমস্ত ধন-সম্পদ দেখেছি, অল্পতুষ্টি অপেক্ষা উত্তম কোন সম্পদ দেখিনি। আমি সমস্ত কল্যাণকর কাজ দেখেছি, উপদেশ অপেক্ষা উত্তম কল্যাণ আর দেখিনি। আমি সমস্ত খাবার-দাবার দেখেছি, ধৈর্য অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু খাবার আর দেখিনি।

২৫. কোন এক দার্শনিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যুহদ (দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি) পাঁচটি স্বভাবের নাম : আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়া, মাখলূকের মেলামেশা থেকে মুক্ত থাকা, 'আমলের মধ্যে ইখলাস (নিষ্ঠা) থাকা, যুলুম-অত্যাচারের সম্ভাবনা থাকা ও উপস্থিত[৬৯] বস্তুর উপর তুষ্টি প্রকাশ করা।

২৬. জনৈক 'ইবাদতকারী থেকে বর্ণিত আছে, মুনাজাতের মধ্যে তিনি বলেন : হে আমার রব। দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে, দুনিয়ার ভালবাসা আমাকে ধ্বংস করেছে; শয়তান আমাকে বিভ্রান্ত করেছে, মনের কুপ্রবৃত্তি আমাকে সত্য গ্রহণে বাধা দিয়েছে, অসৎ সঙ্গী আমাকে গুনাহর কাজে সহযোগিতা করেছে, কাজেই হে ফরিয়াদকারীদের ফরিয়াদ গ্রহণকারী! আমার ফরিয়াদ গ্রহণ কর। তুমি যদি আমার প্রতি করুণা না কর, তবে তুমি ছাড়া আর কে আছে এমন যে আমার প্রতি করুণা করবে!

২৭. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : আমার উম্মতের উপর অচিরেই এমন এক যুগ আসবে, যারা পাঁচটি বস্তুকে ভালবাসবে, আর পাঁচটি বস্তুকে ভুলে থাকবে। তারা দুনিয়াকে ভালবাসবে, আর আখিরাতকে ভুলে যাবে, জীবনকে ভালবাসবে, আর মৃত্যুকে ভুলে যাবে, দালান-কোঠাকে ভালবাসবে, আর কবরকে ভুলে যাবে, সম্পদকে ভালবাসবে, আর হিসাবকে ভুলে যাবে, মাখলূককে ভালবাসবে, আর খালেক (সৃষ্টিকর্তা)-কে ভুলে যাবে।

২৮. ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয রাযী (রা) মুনাজাতের মধ্যে বলতেন : হে আমার রব! তোমার নিকট মুনাজাত করা ছাড়া রাত্রি ভাল লাগে না, তোমার 'ইবাদত করা ছাড়া দিন ভাল লাগে না, তোমার যিকর ছাড়া দুনিয়া ভাল লাগে না, তোমার ক্ষমা ছাড়া আখিরাত ভাল লাগে না, তোমার দর্শন ছাড়া জান্নাত ভাল লাগবে না।

---

৬৯. উপস্থিত বস্তুর প্রতি তুষ্টি প্রকাশ করার অর্থ, অন্যের সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা না থাকা এবং কারো কাছে হাত না পাতা।

www.waytojannah.com

ছয় উক্তিবিশিষ্ট অধ্যায়

১. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : ছয়টি বস্তু ছয়টি স্থানে অপরিচিতের মত থাকে। ওই কওমের নিকট মসজিদ অপরিচিত থাকে, যেখানকার মানুষেরা তাতে নামায পড়ে না। ওই কওমের বাড়িঘরে কুরআন শরীফ অপরিচিত থাকে, যেখানকার মানুষেরা তা তিলাওয়াত করে না। পাপিষ্ঠ ব্যক্তির স্মৃতিতে রক্ষিত কুরআন অপরিচিত থাকে। অসৎচরিত্রের অধিকারী জালিম পুরুষের নিকট সতী নারী অপরিচিত থাকে। অসৎচরিত্রের অধিকারিণী নষ্ট নারীর নিকট মুসলিম সৎপুরুষ অপরিচিত থাকে। ওই কওমের মাঝে আলিম ব্যক্তি অপরিচিত থাকে, যারা তার কথাবার্তা শোনে না। এরপর হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

২. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : ছয় ধরনের ব্যক্তির উপর আমি অভিসম্পাত করি, আর আল্লাহ তা'আলাও তাদের উপর অভিসম্পাত করেন। প্রত্যেক নবীর দু'আ আল্লাহ কবূল করেন। (তারা হলো) আল্লাহ তা'আলার কিতাব তথা কুরআন কারীমে কোন কিছু সংযোজনকারী।[৭০] আল্লাহ তা'আলার ফায়সালাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ব্যক্তি। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেছেন তাকে 'ইজ্জত দেওয়ার জন্য ও আল্লাহ যাকে 'ইজ্জত দিয়েছেন তাকে অপমান করার জন্য দাপটের[৭১] দ্বারা কর্তৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তি। আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তুকে হারাম করেছেন, সেগুলোকে হালালকারী ব্যক্তি। আমার আত্মীয়দের মধ্যে আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা হালালকারী

---

৭০. যারা এমন কাজ করবে, তাদের বিনিময় হচ্ছে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যাওয়া। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : "নিশ্চয়ই কুরআন আমিই নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।" কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে সংযোজন ও বিয়োজন থেকে আল্লাহ তা'আলা একে হিফাযত করবেন।

৭১. জাবারূত : এ অর্থ প্রতাপ ও দাপট।

www.waytojannah.com

ব্যক্তি। আমার সুন্নাত বর্জনকারী। কেননা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

৩. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন : তোমার সামনে ইবলীস, তোমার ডানে নফস, বামে প্রবৃত্তি, পেছনে দুনিয়া, চতুষ্পার্শ্বে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আর উপরে জাব্বার বা আল্লাহ তা'আলা (অবস্থানগতভাবে নয়, কুদরতিভাবে)। ইবলীস তোমাকে দ্বীন পরিহার করার দিকে আহ্বান করে, নফস তোমাকে গুনাহর কাজের দিকে ডাকে, প্রবৃত্তি তোমাকে চাহিদা পূরণের দিকে ডাকে, দুনিয়া তোমাকে আখিরাতের উপর তাকে বেছে নেওয়ার জন্য ডাকে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমাকে অপকর্মের দিকে ডাকে, আর জাব্বার বা আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে ডাকেন।[৭২] যে ইবলীসের ডাকে সাড়া দেবে, তার দ্বীন চলে যাবে; যে নফসের ডাকে সাড়া দেবে, তার রূহ চলে যাবে; যে প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দেবে, তার বিবেক চলে যাবে; যে দুনিয়ার ডাকে সাড়া দেবে, তার আখিরাত চলে যাবে; যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ডাকে সাড়া দেবে, তার জান্নাত চলে যাবে; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ডাকে সাড়া দেবে, তার সমস্ত অকল্যাণ বিষয় দূর হয়ে যাবে এবং সমস্ত কল্যাণকর বিষয় অর্জিত হবে।

৪. হযরত 'উমর (রা) বলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ছয়টি বস্তুর মধ্যে ছয়টি বস্তু গোপন করে রেখেছেন। 'ইবাদতের মধ্যে গোপন করে রেখেছেন সন্তুষ্টি, গুনাহের মধ্যে গোপন করে রেখেছেন ক্রোধ, ইসমে আযম গোপন করে রেখেছেন কুরআনে, লায়লাতুল কদরকে গোপন করে রেখেছেন রমযান মাসের মধ্যে। মধ্যবর্তী নামাযকে গোপন করে রেখেছেন নামাযসমূহের মধ্যে। আর কিয়ামতের দিনকে গোপন করে রেখেছেন দিনসমূহের মধ্যে।

৫. হযরত 'উসমান (রা) বলেন : মু'মিন ব্যক্তি ছয়টি ভয়ের মধ্যে থাকে। প্রথমতঃ আল্লাহর দিক থেকে ঈমান নিয়ে যাওয়ার ভয়। দ্বিতীয়তঃ কিরামান কাতেবীনের দিক থেকে এই ভয় যে, তারা এমন কিছু লিখে ফেলবে, যার কারণে কিয়ামতের দিন তাকে লজ্জিত হতে হবে। তৃতীয়তঃ শয়তানের পক্ষে 'আমল বাতিল করে দেওয়ার ভয়। চতুর্থতঃ মৃত্যুদূতের পক্ষ থেকে গাফলতি অবস্থায় অতর্কিতভাবে জান নিয়ে যাওয়ার ভয়। পঞ্চমতঃ দুনিয়ার পক্ষ থেকে যে কোন

---

৭২. সূরা বাকারা, ২ : ২২১।

www.waytojannah.com

সময় প্রতারিত করার এবং তাতে জড়িয়ে ফেলার ভয়। ষষ্ঠতঃ পরিবার-পরিজনের পক্ষে তাদের কাজে জড়িয়ে ফেলার ভয়, যার কারণে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে যায়।

৬. হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি ছয়টি[৭৩] স্বভাবের অধিকারী হবে, তাকে জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী ও জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী হিসেবে ডাকা হবে—যে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁর অনুগত হয়েছে, যে শয়তানকে চিনতে পেরে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, যে আখিরাতকে চিনতে পেরে এর সন্ধান করেছে, যে দুনিয়াকে চিনতে পেরে একে প্রত্যাখ্যান করেছে, যে হক বিষয়কে চিনতে পেরে এর অনুসরণ করেছে ও বাতিলকে চিনতে পেরে তা থেকে বিরত থেকেছে।

তিনি আরো বলেন : নি'আমত ছয়টি বস্তু। ইসলাম, কুরআন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, সুস্থতা, গোপনীয়তা ও মানুষের নিকট থেকে অমুখাপেক্ষিতা।

৭. ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয রাযী (র) থেকে বর্ণিত : 'ইলম হচ্ছে 'আমলের পথনির্দেশক, উপলব্ধি হচ্ছে 'ইলমের পাত্র, বিবেক হচ্ছে কল্যাণকর বিষয়ের চালক, প্রবৃত্তি হচ্ছে পাপকর্মের বাহন, সম্পদ হচ্ছে অহংকারীদের চাদর, আর দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের বাজার।

৮. আবূ যর জমহর[৭৪] বলেন : ছয়টি স্বভাব সারা দুনিয়ার ভারসাম্যতা বজায় রাখে—দর্শনযোগ্য খাবার, নেক সন্তান,[৭৫] অনুগত স্ত্রী, সুদৃঢ় কথা, বিবেকের পূর্ণতা ও শরীরের সুস্থতা।

৯. হযরত হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত : ১. ওলী আবদাল[৭৬] যদি না থাকত দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত সবকিছু ধ্বসে যেত; ২. নেককার লোকেরা না থাকলে, বদকার লোকেরা ধ্বংস হয়ে যেত; ৩. 'উলামায়ে কিরাম না থাকলে

---

৭৩. মূল কিতাবে আরবীতে শব্দটি ستة লেখা হয়েছে; সঠিক শব্দটি হবে ست ।

৭৪. আবূ যর জমহর : মুসলমান দার্শনিকদের মধ্যে এ নামের উপর কোন তথ্য আমাদের জানা নেই। আমাদের ধারণামতে তিনি 'কালীলা ওয়া দিমনা' উপন্যাসের বিশিষ্ট চরিত্র মন্ত্রী বযর জমহর।

৭৫. সন্তান : এখানে সন্তান দ্বারা পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তান উভয়কেই বুঝানো হয়েছে।

৭৬. আবদাল : সূফীদের পরিভাষায় নেককার 'উলামায়ে কিরাম ও আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ওলীদেরকে আবদাল বলা হয়।

www.waytojannah.com

সমস্ত মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর মত হয়ে যেত, ৪. ন্যায়পরায়ণ নেতা[৭৭] না থাকলে মানুষেরা একে অপরকে ধ্বংস করে দিত; ৫. আহমকের দল না থাকলে দুনিয়া নষ্ট হয়ে যেত; ৬. বাতাস না থাকলে সবকিছু দুর্গন্ধময় হয়ে যেতে।

১০. জনৈক দার্শনিক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : যে আল্লাহকে ভয় করে না, সে যবানের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্তি পায় না, আল্লাহর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যে ভয় করে না, হারাম ও সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে তার অন্তর মুক্তি পায় না। যে ব্যক্তি মাখলূক থেকে কোন কিছু পাওয়ার আশা[৭৮] ছাড়ে না, সে লোভ থেকে মুক্তি পায় না; যে ব্যক্তি নিজের 'আমলের হিসাব করে না, সে রিয়া থেকে মুক্তি পায় না; যে নিজের অন্তরের পরিচালনার উপর আল্লাহর সাহায্য কামনা করে না, সে হিংসা থেকে মুক্তি পায় না; যে ব্যক্তি নিজের চেয়ে বড় 'ইলম ও 'আমলধারী ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করে না, সে অহংকার[৭৯] থেকে মুক্তি পায় না।

১১. হযরত হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ছয়টি বস্তুর[৮০] কারণে অন্তরসমূহের বিকৃতি সৃষ্টি হয়। তাওবার আশায় গুনাহ করা, 'ইলম শিক্ষা করে তদনুযায়ী 'আমল না করা, যখনই 'আমল করে ইখলাসের সাথে করে না, আল্লাহর রিযক ভোগ করে অথচ শোকরিয়া আদায় করে না, আল্লাহর দেওয়া কিসমতের উপর সন্তুষ্ট থাকে না, মৃতদেরকে দাফন করে, অথচ তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

তিনি আরও বলেন : যে দুনিয়াকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নেয় এবং আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে ছয়টি শাস্তি দিয়ে থাকেন। তিনটি শাস্তি দুনিয়াতে ও তিনটি শাস্তি আখিরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। দুনিয়ার শাস্তি তিনটি হচ্ছে : অসীম আকাঙ্ক্ষা, তুষ্টিহীন প্রচণ্ড লোভ এবং তার 'ইবাদতের স্বাদ উঠিয়ে নেয়া হয়। আর আখিরাতের শাস্তি তিনটি হচ্ছে : কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা, কঠোর হিসাব ও দীর্ঘ আফসোস।

---

৭৭. সুলতান : শরীয়তের বিধান কার্যকর করার জন্য ন্যায়পরায়ণ নেতা।

৭৮. মাখলূক থেকে ফিরে আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া।

৭৯. عُجْبٌ শব্দের অর্থ অহংকার, বড়াই, বড়ত্ব।

৮০. ছয়টি বস্তু থেকে সৃষ্টি হয় ছয়টি বস্তুর ফল।

www.waytojannah.com

১২. আহনাফ ইবনে কায়স[৮১] (রা) থেকে বর্ণিত : হিংসুকের কোন প্রফুল্লতা নেই, মিথ্যাবাদীর কোন মানবিকতা[৮২] নেই, কৃপণের কোন উপায় নেই, বাদশাহের কোন কৃতজ্ঞতা নেই, অসচ্চরিত্র ব্যক্তির কোন কর্তৃত্ব নেই, আল্লাহর ফায়সালার কোন পরিবর্তন নেই।

জনৈক দার্শনিক জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন যে, কোন বান্দা যখন তাওবা করে, তখন তার তাওবা কবূল হলো না-কি প্রত্যাখ্যাত হলো, তা কি সে জানতে পারে? তিনি বলেন : এ প্রসঙ্গে আমি ফায়সালা দিচ্ছি না, তবে এর কিছু লক্ষণ রয়েছে। নিজকে সে গুনাহ থেকে মুক্ত দেখে না, তার অন্তরে সে অনুপস্থিত অবস্থায় আনন্দ দেখে, আর উপস্থিত অবস্থায় দেখে বিষাদ, সে কল্যাণকামীদের কাছাকাছি থাকে এবং অসৎ লোকদের থেকে দূরে থাকে। সে দুনিয়ার অল্প বস্তুকে অনেক পরিমাণ দেখে, আর আখিরাতের অনেক 'আমলকে দেখে কম, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে যামিনকৃত বিষয়ে নিজের অন্তরকে ব্যস্ত দেখে, আর তার পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলা যা যামিন করেছেন তাতে দেখে অবসর। আর রসনা নিয়ন্ত্রণকারী সর্বদা চিন্তাশীল ও অনুতপ্ত থাকে।

১৩. ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয (র) বলেন : আমার মতানুযায়ী সবচেয়ে বড় ধোঁকা হচ্ছে : অনুতপ্ত হওয়া ছাড়াই ক্ষমা পেয়ে যাওয়ার আশায় পাপকর্মে অব্যাহতভাবে লেগে থাকা, 'ইবাদত করা ছাড়াই আল্লাহর তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়ার আশা করা, জাহান্নামের বীজ বপন করে জান্নাতের ফসলের জন্য অপেক্ষা করা, গুনাহর দ্বারা অনুগত বান্দাদের আবাসনের সন্ধান করা, 'আমল করা ছাড়াই পারিশ্রমিকের অপেক্ষা করা ও সীমালঙ্ঘন করা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার উপর আশা রাখা।

---

৮১. আহনাফ ইবনে কায়স (রা) : আবূ বাহর, সাইয়্যেদ তামীম। বিজয়ী মহান বীর, স্পষ্টভাষীদের অন্যতম। সহনশীলতার ক্ষেত্রে তিনি প্রবাদ পুরুষ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-কে তিনি পেয়েছেন। বিজয়ের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। উষ্ট্রীর যুদ্ধের গোলযোগে তিনি পৃথক হয়ে যান। সিফফীনের যুদ্ধে হযরত 'আলী (রা)-এর সাথে যুদ্ধ করেন। মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে তাঁর আলোচনার কথা প্রসিদ্ধ।

৮২. মূল আরবীতে শব্দটি مروة লেখা আছে। শুদ্ধ হবে مدوءة।

১৪. কোন কবি বলেন :

মুক্তিকামী মানুষেরা মুক্তি খোঁজে ভিন্নপথে[৮৩]

নৌকা কিন্তু চলে না কখনো একেবার শুকনো পথে।

১৫. আহনাফ ইবনে কায়স (রা) বলেন, যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, বান্দাকে যা দেওয়া হয়, তার মধ্যে সর্বোত্তম কি? তিনি বলেন : প্রকৃতিগত বিবেক। জিজ্ঞাসা করা হলো : যদি তা না থাকে? তিনি বলেন : সৎ শিষ্টাচারিতা। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো : যদি তা না থাকে? তিনি বলেন : অনুগত ব্যক্তিত্ব। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো : যদি তা না থাকে? তিনি বলেন : প্রহরী[৮৪] অন্তর। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো : যদি তা না থাকে? তিনি বলেন : নীরবতার দীর্ঘতা আবার জিজ্ঞাসা করা হলো : যদি তা না থাকে? তিনি বলেন : হঠাৎ মৃত্যু।[৮৫]

---

৮৩. মূল কিতাব আরবী শব্দগুলো এভাবে দেওয়া আছে يرجو النجاة ولا يسلك مسلكها পংক্তিতে ছন্দগত কোন মিলও নেই। বিশুদ্ধ হবে এভাবে—

ترجو النجاة ولم تسلك مسلكها

إن السفينة لا تجرى على الجمد

৮৪. প্রহরী : আল্লাহর ভয়ে নিষিদ্ধ বিষয় নিজের মধ্যে যাতে প্রবেশ করতে না পারে। জিহাদের দায়িত্ব আদায়ের জন্য শহরের মধ্যে নিরাপত্তা প্রহরী না থাকলে বিশৃংখলা দেখা দেয়।

৮৫. হঠাৎ মৃত্যু : সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হওয়া।

www.waytojannah.com

সাত উক্তিবিশিষ্ট অধ্যায়

১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট থেকে তিনি বর্ণনা করেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সাত ধরনের ব্যক্তিকে তাঁর 'আরশের ছায়াতলে স্থান দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না—ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদতে বেড়ে ওঠা যুবক, ওই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর যিকর করে, অতঃপর আল্লাহর ভয়ে তার দু'চোখ বেয়ে পানি প্রবাহিত হয়, যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, ওই ব্যক্তি যে এমন অবস্থায় দান-সাদকা করলো যে, ডান হাত কি করলো বাম হাত তা জানে না; ওই দুই ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে, ওই ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী মহিলা নিজের দিকে ডাকে আর সে তা প্রত্যাখ্যান করে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।

২. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন : কৃপণ ব্যক্তি এ সাতটি অবস্থার যে কোন একটির মুখোমুখি হয়—হয়তো সে মরে যাবে, আর তার উত্তরাধিকারী হবে এমন সব ব্যক্তি, যারা তার সম্পদ ব্যয় করবে আল্লাহর নির্দেশিত পথ ছাড়া অন্য কোন পথে। অথবা আল্লাহ তা'আলা তার উপর জালিম শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিবেন, ফলে সে চরম অপমান করে তার থেকে সম্পদ নিয়ে যাবে। অথবা তার প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে দিবেন, ফলে এর উপর তার সম্পদ বিনষ্ট[৮৬] হয়ে যাবে। অথবা কোন অনুপযোগী ভূমিতে দালান তৈরির জন্য তার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে দেবেন, ফলে এতে তার সম্পদ চলে যাবে। অথবা দুনিয়ার কোন দুর্ঘটনা যেমন : ডুবে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া, চুরি হওয়া ইত্যাদিতে নিপতিত করবেন। অথবা এমন কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত করে দেবেন যে, এর চিকিৎসার জন্য

---

৮৬. আরবীতে এর বিশুদ্ধ শব্দটি হবে تفسد ।

www.waytojannah.com

সমুদয় সম্পদ ব্যয় করতে হয়। অথবা সে এমন জায়গায় তার সম্পদ পুঁতে রাখবে, যা সে ভুলে যায়। ফলে তা আর পায় না।

৩. হযরত 'উমর (রা) বলেন : যে ব্যক্তি বেশি হাসাহাসি করবে, তার প্রভাব কমে যাবে। যে মানুষকে হেয় করবে, তাকেও হেয় করা হবে। যে বিষয়ে যার সাধনা বেশি, সেটি সে ভাল করে জানে। যে বেশি কথা বলে, তার ভুলও[৮৭] বেশি হয়। আর যার বেশি ভুল হয়, তার লজ্জা কমে যায় এবং যার লজ্জা কমে যাবে তার ধার্মিকতা কমে যায়। আর যার ধার্মিকতা কমে যায় তার অন্তর মরে যায়।

৪. হযরত 'উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলার বাণী : وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحًا "এর নিচে ছিল তাদের জন্য রক্ষিত গুপ্তধন। এদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ"।[৮৮] গুপ্তধনটি ছিল একটি স্বর্ণের পাত। এর মধ্যে সাতটি লাইন লেখা ছিল। তা হচ্ছে এই : আমি আশ্চর্যবোধ করি ওই ব্যক্তির জন্যে, যে মৃত্যুকে সত্য জেনেও হাসে। আমি আশ্চর্যবোধ করি ওই ব্যক্তির উপর, যে দুনিয়াকে ধ্বংসশীল জেনেও এর প্রতি আসক্ত হয়। আমার আশ্চর্যবোধ হয় ওই ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি ভাগ্যের কারণে ভালমন্দ সংঘটিত হয় জেনেও কোন বস্তু হাতছাড়া হয়ে গেলে দুঃখিত হয়ে পড়ে। আমি আশ্চর্যবোধ করি ওই ব্যক্তির উপর, যে হিসাব-নিকাশের কথা জেনেও সম্পদ জমা করে। আমি আশ্চর্যবোধ করি ওই ব্যক্তির জন্য, যে জাহান্নামকে সত্য জেনেও গুনাহ করে। আমি আশ্চর্য্যবোধ করি ওই ব্যক্তির জন্যে, যে আল্লাহকে নিশ্চিতভাবে জেনেও অন্যের আলোচনা মত্ত থাকে। আমি আশ্চর্যবোধ করি ওই ব্যক্তির জন্যে, যে নিশ্চিত জান্নাতকে জেনেও দুনিয়াতে সুখভোগ করতে চায়। আমি আশ্চর্যবোধ করি ওই ব্যক্তির জন্যে, যে শয়তানকে শত্রু জেনেও তার অনুসরণ করে।

হযরত 'আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা[৮৯] হলো : আকাশ অপেক্ষা ভারী কি? পৃথিবী অপেক্ষা ব্যাপক কি? সমুদ্র অপেক্ষা অমুখাপেক্ষী কি? পাথর অপেক্ষা কঠিন কি? আগুন অপেক্ষা উত্তপ্ত কি? যামহারীর অপেক্ষা শীতল কি? বিষ

৮৭. কথা বলার সময় ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যাওয়া।

৮৮. সূরা কাহফ, ১৮ : ৮৩।

৮৯. মূল কিতাবে عن على এভাবে লেখা রয়েছে, আসলে শব্দটি হবে عند علىً ।

www.waytojannah.com

অপেক্ষা তিক্ত কি? জবাবে হযরত 'আলী (রা)[৯০] বলেন : নির্দোষ ব্যক্তির উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া আকাশ অপেক্ষা ভারী। হক (সত্য) বিষয় পৃথিবী অপেক্ষা ব্যাপক। তুষ্ট ব্যক্তির অন্তর সমুদ্র অপেক্ষা অমুখাপেক্ষী। মুনাফিকের অন্তর পাথর অপেক্ষা কঠোর। জালিম শাসক আগুনের চেয়েও উত্তপ্ত। ইতর ব্যক্তির নিকট প্রয়োজন অনুভব করা যামহারীর অপেক্ষা শীতল। ধৈর্য বিষ অপেক্ষা তিক্ত। (কারো কারো মতে চোখলখোরী করা বিষ অপেক্ষা তিক্ত)।

৫. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : দুনিয়া সেসব ব্যক্তির ঘর, যাদের কোন ঘর নেই। সেসব ব্যক্তির সম্পদ, যাদের কোন সম্পদ নেই। দুনিয়ার জন্য তারাই জমা করে, যাদের কোন বিবেক নেই। দুনিয়ায় প্রবৃত্তির প্রতি তারাই ব্যস্ত হয়, যাদের কোন উপলব্ধি নেই। দুনিয়ায় তাদেরকেই শাস্তি দেওয়া হবে, যাদের কোন 'ইলম নেই। দুনিয়ার জন্য যারা হিংসা করে, তাদের কোন অনুধাবন শক্তি নেই। দুনিয়ার জন্য যারা দৌড়-ঝাঁপ দেয়, তাদের কোন ইয়াকীন (বিশ্বাস) নেই।

৬. হযরত জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ আনসারী[৯১] (রা) হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন : প্রতিবেশী সম্পর্কে হযরত জিবরাঈল[৯২] 'আলায়হিস সালাম আমাকে এমন উপদেশ দিতেন যে, আমি ভাবতাম তাদেরকেও তিনি ওয়ারিস করে দেবেন। তিনি নারীদের সম্পর্কে সর্বদা এ উপদেশ দিতেন যে, আমি ভাবতাম নারীদের তালাক দেওয়া তিনি হারাম করে দিবেন। দাসদাসীদের সম্পর্কে তিনি সর্বদা এমন উপদেশ দিতেন যে, আমি ভাবতাম তাদের জন্য তিনি এমন একটি সময় নির্ধারণ করবেন যখন তাদেরকে আযাদ করে দেওয়া হবে। মিসওয়াক সম্পর্কে তিনি সর্বদা এমন উপদেশ দিতেন যে, আমি ভাবতাম, তা ফরয। জামা'আতে নামায

---

৯০. মূল কিতাবে يعـــاقب শব্দ মা'রূফের সিগাহ হিসেবে লেখা হয়েছে; আসলে তা মাজহূলের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

৯১. জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ আনসারী (রা) : রাসূলে কারীম (সা) থেকে অধিক পরিমাণে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি ও তাঁর পিতা রাসূল (সা)-এর সোহবতে ছিলেন। ১৯টি যুদ্ধে শরীক হন। তাঁর জীবনের শেষ সময়ে মসজিদে নববীতে মজলিস করতেন। বুখারী ও মুসলিমে তাঁর ১৫৪০টি হাদীস রয়েছে।

৯২. মূল কিতাবে جبرئيل (জিবরীল) লেখা রয়েছে।

www.waytojannah.com

পড়া সম্পর্কে তিনি সর্বদা এমন উপদেশ দিতেন যে, আমি ভাবতাম জামা'আত ছাড়া নামায আল্লাহ কবূলই করবেন না। রাতে নামায পড়া সম্পর্কে তিনি আমাকে এমন উপদেশ দিতেন যে, আমি ভাবতাম রাতে কোন ঘুম নেই। আল্লাহর যিকর সম্পর্কে তিনি সর্বদা এমন উপদেশ দিতেন যে, আমি ভাবতাম তাঁর কথা ছাড়া অন্য কোন কথায় কোন লাভ নেই।

৭. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : কিয়ামতের দিন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা সাত ধরনের ব্যক্তির দিকে রহমতের দৃষ্টি দিবেন না, তাদেরকে শোধরাবেনও না, বরং জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দিবেন। তারা হলো : সমকামী, যার সাথে সমকামিতা করা হয়েছে, হস্তমৈথুনকারী, জন্তুর সাথে রেতপাতকারী, স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাসকারী, দুই বোনকে একসাথে বিবাহকারী, কোন নারী এবং তার কন্যাকে বিবাহকারী, প্রতিবেশী কারো স্ত্রীর সাথে ব্যাভিচারকারী এবং প্রতিবেশীকে কষ্ট প্রদানকারী যে তার উপর অভিশাপ করতে থাকে।

৮. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া ছাড়াও আরো সাত প্রকার শহীদ আছে। যেমন : কলেরা[৯৩] রোগে মৃত্যুবরণকারী, নিমজ্জিত ব্যক্তি, পক্ষাঘাত[৯৪] রোগের কারণে মৃত ব্যক্তি, প্লেগ রোগের কারণে মৃত ব্যক্তি, আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত ব্যক্তি, দেয়ালে চাপা পড়ার কারণে মৃত ব্যক্তি এবং সন্তান প্রসবজনিত কারণে[৯৫] মৃত নারী। এরা শহীদ।

---

৯৩. মাবতূন : রোগের কারণে যার পেট জারি হয়ে গেছে। অতঃপর মারা গেছে।

৯৪. صاحب ذات الجنب দ্বারা নিউমোনিয়া রোগীকে বুঝানো হয়েছে।

৯৫. প্রসবজনিত কারণে : অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ কিংবা এর প্রভাবে কোন রোগে মৃত্যু হলে তাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

www.waytojannah.com

আট উক্তিবিশিষ্ট অধ্যায়

১. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : আটটি বস্তু আটটি বস্তুকে পেয়ে তৃপ্ত হয় না অর্থাৎ যত পায় তত চায়। চোখ চায় দৃষ্টি, ভূমি চায় বৃষ্টি, স্ত্রীলিঙ্গ চায় পুরুষাঙ্গ, 'আলিম চায়, 'ইলম, জিজ্ঞাসাকারী চায় জিজ্ঞাসা, লোভী চায় সঞ্চয়, সমুদ্র চায় পানি, আগুন চায় লাকড়ি।

২. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন : আটটি বস্তু অপর আটটি বস্তুর জন্য সৌন্দর্য স্বরূপ। নির্দোষিতা দরিদ্রতার সৌন্দর্য, কৃতজ্ঞতা নি'আমতের সৌন্দর্য, ধৈর্য বিপদাপদের সৌন্দর্য, সহনশীলতা 'ইলমের সৌন্দর্য, বিনয় শিক্ষানবীশের সৌন্দর্য, অধিক ক্রন্দন ভয়ের সৌন্দর্য, খোঁটা না দেওয়া অনুগ্রহের সৌন্দর্য, খুশূ' (শ্রদ্ধামাখা ভয়) নামাযের সৌন্দর্য।

৩. হযরত 'উমর (রা) বলেন : যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় আলাপ বর্জন করে, সে হিকমতপ্রাপ্ত হয়; যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় দৃষ্টি বর্জন করে, সে অন্তরের খুশূ' প্রাপ্ত হয়; যে ব্যক্তি অতিরিক্ত ভোজন পরিহার করে, সে 'ইবাদতের স্বাদ পায়; যে ব্যক্তি অতিরিক্ত হাসি বর্জন করে, সে প্রভাবের অধিকারী হয়; যে ব্যক্তি কৌতুক-হাস্যরস পরিহার করে, সে সৌন্দর্যপ্রাপ্ত হয়; যে ব্যক্তি দুনিয়ার মহব্বত পরিহার করে, সে আখিরাতের মহব্বতপ্রাপ্ত হয়; যে ব্যক্তি অপরের দোষ-ত্রুটি সন্ধান করা পরিহার করে, সে নিজের দোষত্রুটির সংশোধনের সুযোগপ্রাপ্ত হয়; যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ধরন[৯৬] সম্পর্কে গুপ্তচরী বর্জন করে, সে নিফাক থেকে মুক্তি লাভ করে।

৪. হযরত 'উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'আরিফ (আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অবগত) ব্যক্তিদের লক্ষণ আটটি। যথা : তাদের অন্তরে[৯৭] থাকে ভয় ও আশা, জিহ্বায় থাকে প্রশংসা ও গুণ প্রকাশ, চোখ দুটি থাকে লজ্জা

৯৬. আল্লাহর ধরন : 'আল্লাহ কেমন' এ প্রসঙ্গে বেশি প্রশ্ন করা। সীমিত বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহর ধরন সম্পর্কে জানা অসম্ভব।

৯৭. তাদের অন্তর : আল্লাহ সম্পর্কে অবগত ব্যক্তির অন্তর।

www.waytojannah.com

ও কান্নাকাটির সাথে, উদ্দেশ্য থাকে দুনিয়া বর্জন ও মাওলার সন্তুষ্টির সন্ধান করা।

৫. হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত : যে নামাযে কোন খুশূ' নেই, সে নামাযে কোন কল্যাণ নেই; যে রোযায় অনর্থক বিষয় থেকে বিরত থাকা হয় না, সে রোযায় কোন কল্যাণ নেই; যে কিরাআতে কোন চিন্তা-ফিকর নেই, সে কিরাআতে কোন কল্যাণ নেই; যে 'ইলমে ধার্মিকতা নেই, সে 'ইলমে কোন কল্যাণ নেই; যে সম্পদে দান-সদকা নেই, সে সম্পদে কোন কল্যাণ নেই; যে ভ্রাতৃত্বে নিরাপত্তা নেই, সে ভ্রাতৃত্বে কোন কল্যাণ নেই; যে নি'আমতের কোন স্থায়িত্ব নেই, সে নি'আমতে কোন কল্যাণ নেই; আর যে দু'আয় কোন ইখলাস নেই, সে দু'আয় কোন কল্যাণ নেই।

www.waytojannah.com

নয় উক্তিবিশিষ্ট অধ্যায়

১. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : তাওরাত গ্রন্থে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন হযরত মূসা ইবনে 'ইমরানের নিকট এ মর্মে ওহী প্রেরণ করেন যে, পাপকর্মের মূল হচ্ছে তিনটি বস্তু : অহংকার, হিংসা ও লোভ। অতঃপর এগুলো থেকে আরো ছয়টি সৃষ্টি হয়। ফলে মোট নয়টি হলো। অতিরিক্ত ছয়টি হল : উদরপূর্তি করা, ঘুমানো, প্রশান্তি, সম্পদের প্রতি ভালবাসা, প্রশংসার প্রতি ভালবাসা ও নেতৃত্বের প্রতি ভালবাসা।

২. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন : 'ইবাদতকারী ব্যক্তি তিন ধরনের। প্রত্যেক প্রকারের 'ইবাদতকারীকে তিনটি লক্ষণ দ্বারা চেনা যায়। প্রথম প্রকারের ব্যক্তিরা আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদত করে ভয়ের কারণে। দ্বিতীয় প্রকারের ব্যক্তিরা, আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদত করে আশার কারণে। তৃতীয় প্রকারের ব্যক্তিরা আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদত করে ভালবাসার কারণে। প্রথম প্রকারের ব্যক্তিদের তিনটি লক্ষণ রয়েছে : নিজকে তারা হেয় মনে করে, নিজের নেককাজ কম দেখে, আর মন্দকাজ বেশি দেখে। দ্বিতীয় প্রকারের ব্যক্তিদের লক্ষণ তিনটি তা হলো : সর্বাবস্থায় মানুষের নমুনা হিসেবে থাকে, দুনিয়ার সম্পদের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ দানশীল হয়ে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার সমস্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে সুধারণা করে থাকে। তৃতীয় প্রকারের লক্ষণ তিনটি হলো : ভালবাসার বস্তু দান করে দেয় এবং তার রব সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আর কোন পরোয়া করে না, তার রবকে সন্তুষ্ট করার পর নিজের প্রতি অসন্তোষের আচরণ করে, সর্বাবস্থায় তার রবের আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে মনিবের সাথে থাকে।

৩. হযরত 'উমর (রা) বলেন, শয়তানের সন্তান নয়টি—যালীতুন, ওছায়ন, নাকূছ, আ'ওয়ান, হাফফাফ, মুররা, মুছায়্যিত দাসিম, ওলহান।[৯৮] যালীতূন বিভিন্ন হাট-বাজারের দায়িত্বে থাকে। সেখানে তার ঝান্ডা গেড়ে রাখে। বিপদাপদের

৯৮. নির্ভরযোগ্য কোন সনদের ভিত্তিতে আমরা এ বর্ণনাটি অবহিত হতে পারিনি। আবূ হাফস থেকে আমরা এ বর্ণনাটি সংরক্ষণ করেছি।

www.waytojannah.com

কাজে নিয়োজিত আছে ওছায়ন। আর আ'ওয়ান শাসনকর্তার কাজে নিয়োজিত। হাফফাফ মদের কাজে দায়িত্ব পালন করে, আর বাদ্যযন্ত্র পরিচালনা করে মুররা। অগ্নিপূজার কাজে রয়েছে নাকূছ। মুছাম্মিত মানুষের মুখে মুখে এমন সংবাদ ছড়িয়ে দেয়, যার কোন ভিত্তি নেই। দাসিম মানুষের বাড়িঘরে থাকে। মানুষ যখন বাড়িতে প্রবেশ করে, সালাম না দেয় এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে, তখন এক পর্যায়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয়। এমনকি তালাক, খোলা, প্রহার, ইত্যাদিও সংঘটিত হয়ে যায়। আর ওলহান উযূ, নামায, 'ইবাদত ইত্যাদিতে কুমন্ত্রণার সৃষ্টি করে।

৪. হযরত 'উসমান (রা) বলেন : যে ব্যক্তি যথাসময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের হিফাযত করবে এবং এর উপর সুদৃঢ় থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নয়টি সম্মান দ্বারা সম্মানিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালবাসবেন, তার শরীর সুস্থ থাকবে, ফিরিশতা তাকে পাহারা দেবে, তার ঘরে বরকত নাযিল হবে, তার চেহারায় নেককার ব্যক্তিদের চিহ্ন ফুটে উঠবে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে নরম করে দেবেন, সে সহজ সরল পথের উপর প্রদীপ্ত বিজলীর মত চলবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে সেসব ব্যক্তির প্রতিবেশী হওয়ার মর্যাদা দান করবেন—যাদের না আছে কোন ভয়, না আছে কোন চিন্তা।

৫. হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ক্রন্দন তিন প্রকার। প্রথমতঃ আল্লাহর 'আযাবের ভয়ে, দ্বিতীয়তঃ তাঁর অসন্তোষের আশংকায়, তৃতীয়তঃ সম্পর্কচ্ছেদের আশংকায়। প্রথমটি পাপকর্মের কাফফারা, দ্বিতীয়টি দোষত্রুটির পবিত্রতা, তৃতীয়টি প্রিয়জনের সন্তুষ্টির সাথে বন্ধুত্ব। পাপকর্মের কাফফারার ফলাফল হচ্ছে শাস্তিসমূহ থেকে মুক্তি। দোষত্রুটি থেকে পবিত্রতার ফলাফল স্থায়ী নি'আমত ও সমুন্নত মর্যাদা। প্রিয়জনের সন্তুষ্টির সাথে বন্ধুত্বের ফলাফল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর দীদার লাভের সুসংবাদ, ফিরিশতাদের সাক্ষাত ও মর্যাদার আধিক্য।

www.waytojannah.com

দশ উক্তিবিশিষ্ট অধ্যায়

১. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : তোমরা নিয়মিত মিসওয়াক করবে, কারণ এর মাঝে দশটি সদগুণ রয়েছে : মুখের পবিত্রতা, রবের সন্তুষ্টি, শয়তানের অসন্তুষ্টি, দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালবাসেন ও স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে দেন, মাড়ী মজবুত হয়, কফ দূর হয়, সুগন্ধি আনয়ন করে, তিক্ততা দূর হয়, দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়, দুর্গন্ধ[৯৯] দূর হয়। আর তা সুন্নাত। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন : মিসওয়াক করে নামায পড়া মিসওয়াক ছাড়া নামায অপেক্ষা সত্তর গুণ বেশি উত্তম।

২. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন : যখনই আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে এ দশটি স্বভাব দান করেন, তাকে সবধরনের বিপদাপদ ও দুর্বলতা থেকে মুক্তি দেন। আর সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং মুত্তাকীর মর্যাদা অর্জন করে। যথা : ১. সদা-সর্বদা সততা ও তুষ্ট অন্তর; ২. পরিপূর্ণ ধৈর্য ও সার্বক্ষণিক শোকর; ৩. সার্বক্ষণিক দরিদ্রতা ও উপস্থিত যুহদ; ৪. সার্বক্ষণিক চিন্তা-ফিকির ও ক্ষুধার্ত পেট; ৫. সার্বক্ষণিক চিন্তা ও ভয়; ৬. সার্বক্ষণিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও বিনম্র শরীর; ৭. সার্বক্ষণিক কোমলতা ও উপস্থিত দয়া; ৮. সার্বক্ষণিক ভালবাসা ও লজ্জা; ৯. উপকারী 'ইলম ও সার্বক্ষণিক সহনশীলতা; ১০. সার্বক্ষণিক ঈমান ও সুদৃঢ় বিবেক।

৩. হযরত 'উমর (রা) বলেন : দশটি বস্তু ছাড়া দশটি বস্তু যথার্থ হয় না। বিবেক যথার্থ হয় না-ধার্মিকতা ছাড়া, মর্যাদা যথার্থ হয় না-'ইলম ছাড়া, সফলতা যথার্থ হয় না-শ্রদ্ধামাখা ভয় ছাড়া, শাসনকর্তা যথার্থ হয় না-ন্যায়পরাণতা ছাড়া, বংশ-গৌরব যথার্থ হয় না-শিষ্টচারিতা ছাড়া, সুখশান্তি যথার্থ হয় না–নিরাপত্তা

---

৯৯. البخره। (আল-বাখেরাহ) : মুখের দুর্গন্ধ। এটি এমনই মারাত্মক যে, কোন স্বামী যদি বিবাহের পূর্বে স্ত্রীর এই ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত না থাকে, তাহলে এ কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। একই অধিকার স্ত্রীও সংরক্ষণ করে।

www.waytojannah.com

ছাড়া, ধন-সম্পদ যথার্থ হয় না-বদান্যতা ছাড়া, দরিদ্রতা যথার্থতা হয় না-অল্পেতুষ্টি ছাড়া, উঁচু মর্যাদা যথার্থ হয় না-বিনম্রতা ছাড়া এবং জিহাদ যথার্থ হয় না-তাওফীক ছাড়া।

৪. হযরত 'উসমান (রা) বলেন : দশটি বস্তু অকেজো—ওই 'আলিম—যাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় না; ওই 'ইলম—যার দ্বারা 'আমল করা হয় না, ওই সঠিক মত—যা গ্রহণ করা হয় না, ওই অস্ত্র—যা ব্যবহার করা হয় না, ওই মসজিদ—যাতে নামায পড়া হয় না, ওই কুরআন শরীফ—যা তিলাওয়াত করা হয় না, ওই সম্পদ—যা ব্যয় করা হয় না। ওই ঘোড়া—যার উপর সাওয়ার হয় না। দুনিয়া প্রত্যাশীর পেটে সংসারত্যাগ সম্পর্কীয় 'ইলম থাকা, দীর্ঘ-বয়স যার মধ্যে পরকালের সফরের কোন পাথেয় তৈরি করা হয়নি।

৫. হযরত 'আলী (রা) বলেন : 'ইলম—সর্বোত্তম মীরাস : শিষ্টচারিতা সর্বোত্তম গুণ,[১০০] তাকওয়া—সর্বোত্তম পাথেয়, 'ইবাদত-সর্বোত্তম পণ্যদ্রব্য; নেককাজ—সর্বোত্তম পরিচালক; সচ্চরিত্র—সর্বোত্তম সঙ্গী, সহনশীলতা—সর্বোত্তম মন্ত্রী, অল্পেতুষ্টি—সর্বোত্তম ধনাঢ্যতা, তাওফীক—সর্বোত্তম সহযোগিতা, মৃত্যু-সর্বোত্তম শিষ্টাচার শিক্ষাদাতা।

৬. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : এ উম্মতের দশ ধরনের ব্যক্তি মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে কুফরী করে, অথচ তারা ধারণা করছে যে, তারা মু'মিন। যেমন : অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যাকারী, যাদুকর, দায়ঊস[১০১]—যে পরিবারের সম্ভ্রম রক্ষা করে না, যাকাত অস্বীকারকারী, মদপানকারী, যার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে অথচ আদায় করেনি, ফিতনা-ফাসাদে অগ্রসর হয় এমন ব্যক্তি, আহলে হরবের নিকট অস্ত্র বিক্রয়কারী, স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাসকারী, রক্ষ সম্পর্কীয় মুহরিম নারীর সাথে ব্যভিচারকারী। এ কাজগুলোকে যে হালাল মনে করলো, সে যেন কুফরী করলো।

৭. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : আসমানে ও যমীনে কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ না

---

১০০. حرفة অর্থ : গুণ। জীবিকা নির্বাহের পেশা নয়; যেমন বর্তমান যুগে এ অর্থটিই প্রসিদ্ধ।

১০১. দায়ঊস : যে স্ত্রী তার স্বামীকে অথবা স্বামী তার স্ত্রীকে অশ্লীল কাজের দিকে ধাবিত করে কোন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে, কিংবা কোন লাভে কিংবা দাপটের ভয়ে।

www.waytojannah.com

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী হতে পারবে না, যতক্ষণ না মুসলমান হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার হাত ও যবান থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হতে পারবে না, যতক্ষণ না 'আলিম হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত 'আলিম হতে পারবে না, যতক্ষণ না 'ইলম অনুযায়ী 'আমলকারী হয়। 'ইলম অনুযায়ী 'আমল ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত যাহেদ (সংসারত্যাগী) না হবে। সংসারত্যাগী ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারবে না, যতক্ষণ না ধার্মিক হবে। ধার্মিক ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারবে না, যতক্ষণ না বিনম্র হবে। বিনম্র ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজ সম্পর্কে অবগত হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত নিজ সম্পর্কে অবগত হতে পারবে না, যতক্ষণ না কথাবার্তার মধ্যে বিবেকবান হবে।

৮. বলা হয়, ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয রাযী (র) দুনিয়ার প্রতি আসক্ত একজন ফকীহকে দেখে বলেন : হে 'ইলম ও সুন্নাতের ধারক-বাহক! তোমার প্রাসাদগুলো কায়সারী,[১০২] তোমার বাড়িগুলো কিসরাভী,[১০৩] তোমার কক্ষগুলো কারূণী,[১০৪] তোমার দরজাগুলো তালূতী,[১০৫] তোমার কাপড়গুলো জালূতী,[১০৬] তোমার মতবাদগুলো শয়তানী, তোমার ভূসম্পত্তিগুলো মারদী,[১০৭] তোমার অভিভাবকত্ব ফিরাউনী,[১০৮]

---

১০২. কায়সারী : রোমের কায়সারের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে—এর বিরাট সাম্রাজ্য ও অহংকারের ক্ষেত্রে। মৃত্যুর দৃষ্টান্ত দ্বারা যারা উপদেশ গ্রহণ করে না।

১০৩. কিসরাভী : পারস্যের সম্রাটদের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে তাদের গৌরবপূর্ণ গদির ক্ষেত্রে এবং প্রজাদের নিকট থেকে জুলুমের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ অঢেলভাবে এর উপর ব্যয় করার ক্ষেত্রে।

১০৪. কারূণী : এশিয়ার একটি ছোট ভূখণ্ড লিবিয়ার অধিবাসী কারূণের সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে। তার স্বর্ণ-রৌপ্য ও অর্থভাণ্ডার ছিল বিশাল।

১০৫. তালূতী : তীহ প্রান্তরের ঘটনার পর বনী ইসরাঈলের জালিম ব্যক্তি তালূতের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে।

১০৬. জালূতী : জালূতের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। যার মধ্যে ছিল অহংকার ও ঔদ্ধত্য।

১০৭. মারদী : সম্পদের প্রাচুর্য ও ফলফলাদির অমুখাপেক্ষিতার ক্ষেত্রে মারদার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে এর অর্থ নেয়া হয়েছে বিনম্রতা।

১০৮. ফিরাউনী : মিসরের ফরাআনা সম্প্রদায়, তাদের ঔদ্ধত্য ও প্রভুত্বের দাবির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে।

www.waytojannah.com

তোমার ফায়সালাগুলো ঘুষখোর প্রতারক আজেলী[১০৯] তোমার মৃত্যু জাহেলী, সুতরাং কোথায় গেল তোমার মুহাম্মদী আদর্শ?[১১০]

তিনি আরো বলেন : ভাষাগত বিভিন্ন ভঙ্গিমায় রবের নিকট মুনাজাতকারী হে ব্যক্তি! অন্বেষণকারীর ঠিকানা হচ্ছে জান্নাতে। বছরের পর বছর ধরে তাওবার জন্য বিলম্বকারী, তোমার নিজের জন্যে তোমাকে ন্যায়বিচারক হিসেবে দেখিনি। হে রোযার ব্যাপারে অবহেলাকারী, একদিন যদি তুমি সঙ্গী হতে আর জাগ্রত থেকে রাতে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে, অল্প পানাহারে যদি ক্ষান্ত থাকতে, তাহলে অবশ্যই তুমি মর্যাদাগত অবস্থান লাভের যোগ্যতর হতে। সৃষ্টিজগতের রবের পক্ষ থেকে পেতে মহান সম্মান, আরো পেতে প্রতাপশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান সন্তুষ্টি।

৯. জনৈক দার্শনিক বলেন : আল্লাহ তা'আলা দশ ব্যক্তির জন্য দশটি স্বভাবকে ঘৃণা করেন—ধনীদের পক্ষে কৃপণতা, দরিদ্রদের পক্ষে অহংকার, 'উলামায়ে কিরামের পক্ষে লোভ, নারীদের পক্ষে অল্প লজ্জা, বৃদ্ধদের পক্ষে দুনিয়ার ভালবাসা, যুবকদের পক্ষে অলসতা, শাসনকর্তার পক্ষে জোর-জুলুম, যুদ্ধজয়ীদের পক্ষে কাপুরুষতা, সংসারত্যাগীদের পক্ষে আত্মম্ভরিতা ও 'ইবাদতকারীদের পক্ষে রিয়া।

১০. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন সুস্থতা দশ প্রকার। পাঁচটি দুনিয়াতে, আর পাঁচটি আখিরাতে। দুনিয়ার পাঁচটি হচ্ছে : 'ইলম, 'ইবাদত, হালাল রিযক, কঠিন অবস্থায় ধৈর্যধারণ করা, নি'আমতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর আখিরাতের পাঁচটি হচ্ছে : দয়া-অনুগ্রহ ও কোমলতার সাথে মৃত্যুর দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতার আগমন,[১১১] মুনকার ও নাকীর কবরে ভয় দেখাবে না, মহাআতঙ্কের দিন নিরাপদে থাকবে[১১২] অপকর্মগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে

---

১০৯. আজেলী : আরবীতে শব্দটি عَاجِيْلِيَّةٌ লেখা হয়েছে, আসলে শব্দটি সঠিক হবে عَاجِلَةٌ অর্থাৎ তাড়াহুড়া করার স্বভাব। আর তা হচ্ছে নশ্বর দুনিয়া। অর্থাৎ ফায়সালাকারীরা চায় সম্পদ ও সম্মান, যদিও তাতে শরয়ী কোন কারণ না থাকে।

১১০. মুহাম্মদী : অর্থাৎ দ্বীনের এমন গুণ, যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তেকামাত, তাকওয়া ও মীমাংসাজনিত যেসব বিষয় নিয়ে এসেছেন।

১১১. ফিরিশতার আগমন : অর্থাৎ বান্দার নিকট ফিরিশতা আসবেন।

১১২. মহাআতঙ্কের দিন : অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

যাবে এবং সৎকর্মগুলো গ্রহণ করা হবে, বিজলীর গতিতে পুলসিরাত পার হবে এবং নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

১১. আবুল ফযল (র) বলেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবকে দশটি নামে নামকরণ করেছেন। যথা : কুরআন, ফুরকান, কিতাব, তানযীল, হুদা, নূর, রহমত, শিফা, রূহ ও যিকর। কুরআন, ফুরকান, কিতাব ও তানযীল—এ চারটি নাম তো প্রসিদ্ধ। হুদা, নূর, রহমত, শিফা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : "হে মানবজাতি! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার শিফা (প্রতিকার) এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।[১১৩] আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের নিকট এসেছে নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব"[১১৪] রূহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : "এভাবে আমি তোমার প্রতি ওহী করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ।"[১১৫] যিকর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : "তোমার প্রতি যিকর অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল।"[১১৬]

১২. লুকমান হাকীম (র) তাঁর পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেন : হে বৎস! প্রজ্ঞা হচ্ছে দশটি বিষয়ের প্রতি 'আমল করা। যথা : মৃত অন্তরকে জীবিত করবে, দরিদ্রের সাথে বসবে,[১১৭] শাসকর্তাদের মজলিস থেকে দূরে থাকবে, বিনয়ীকে সম্মান করবে, দাসকে মুক্ত করবে, ভিনদেশী (মুসাফির)-কে আশ্রয় দেবে, দরিদ্রদের অভাব দূর করে দেবে, সম্মানী ব্যক্তির সম্মান ও নেতার নেতৃত্ব বাড়িয়ে দিবে। এটা সম্পদ থেকেও উত্তম, ভয় থেকে হিফাযত, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি, লাভের পণ্যদ্রব্য, বান্দা যখন বিপদে পড়ে তখনকার জন্য সুপারিশকারী,[১১৮] তখন তা দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হয়, যখন নফসের প্রতি ইয়াকীন নিঃশেষ হয়ে যায়, আর তা ওই সময় পর্দার কাজ দেয়, যখন কাপড় দ্বারা পর্দার কাজ হয় না।

---

১১৩. সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৭।

১১৪. সূরা মায়েদা, ৫ : ১৫।

১১৫. সূরা শূরা, ৪২ : ৫২।

১১৬. সূরা নাহল, ১৬ : ৪৪।

১১৭. এখানে আরবীতে শব্দটি وتجلس লেখা আছে। আসলে সঠিক হবে وتجالس।

১১৮. আরবীতে শব্দটি شفيعة লেখা আছে। শুদ্ধ শব্দটি হবে شفيعه।

www.waytojannah.com

১৩. জনৈক দার্শনিক বলেন : বিবেকবান ব্যক্তিদের উচিত, তাওবা করার সময় দশটি কাজের প্রতি যত্নবান হওয়া। যথা : মুখে ইসতিগফার করা, অন্তরে অনুতপ্ত হওয়া, শরীরের দ্বারা গুনাহ থেকে বিরত থাকা[১১৯] পুনরায় গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা, আখিরাতকে ভালবাসা, দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণাভাব সৃষ্টি করা, অল্প কথা বলা, 'ইলম অর্জন ও 'ইবাদতের জন্য যথেষ্ট হয় এ পরিমাণ খাবার খাওয়া, অল্প নিদ্রা, আল্লাহ তা'আলার বাণী : "তারা (মুত্তাকীরা) রাতের বেলায় খুব কমই ঘুমায় এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনা করে।"[১২০]

১৪. হযরত আনাস ইবনে মালিক[১২১] (রা) বলেন : মাটি প্রতিদিন দশটি কথা বলে ডাক দিয়ে বলে : হে আদম সন্তান! আমার পিঠের উপর তুমি দৌড়াদৌড়ি করছ, অথচ আমার পেট হচ্ছে তোমার প্রত্যাবর্তনস্থল। আমার পিঠের উপর তুমি গুনাহ করছ, অথচ আমার পেটের মধ্যে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে। আমার পিঠের উপর তুমি হাসাহাসি করছ, অথচ আমার পেটের মধ্যে তুমি কান্নাকাটি করবে। আমার পিঠের উপর তুমি সুখানুভব করছ, অথচ আমার পেটের মধ্যে তুমি চিন্তা করবে। আমার পিঠের উপর তুমি অর্থ-সম্পদ জমা করছ, অথচ আমার পেটের মধ্যে তুমি লজ্জিত হবে। আমার পিঠের উপর তুমি হারাম বস্তু ভোগ করছ, অথচ আমার পেটে পোকামাকড় তোমাকে খাবে। আমার পিঠের উপর তুমি প্রতারণা করছ, অথচ আমার পেটে তুমি অপমানিত হবে। আমার পিঠের উপর তুমি আনন্দ-উল্লাসের সাথে চলছ, অথচ আমার পেটে তুমি চিন্তায় মগ্ন থাকবে। আমার পিঠের উপর তুমি আলোতে চলছ, অথচ আমার পেটে তুমি অন্ধকারে থাকবে। আমার পিঠের উপর দিয়ে তুমি বিভিন্ন সমাবেশে যাচ্ছ, অথচ আমার পেটে তুমি থাকবে একা।

১৫. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি বেশি হাসাহাসি করবে, তার দশটি অশুভ পরিণাম হবে।

---

১১৯. এখানে বিরত থাকার অর্থ গুনাহ থেকে বিরত থাকা।

১২০. সূরা যারিয়াত, ৫১ : ১৭-১৮।

১২১. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) : তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর খাদিম। তাঁর খিদমতেই তিনি নিয়োজিত থাকতেন। হাদীসও রিওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তিনি সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য।

www.waytojannah.com

যথা : তার অন্তর মরে যাবে; তার চেহারার লাবণ্য[১২২] নিঃশেষ হয়ে যাবে ও শয়তান এরদ্বারা হাই তুলবে। দয়াময় আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন, কিয়ামতের দিন তার সাথে আল্লাহর মনমালিন্য হবে, কিয়ামতের দিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার থেকে বিমুখ থাকবেন, ফিরিশতারা তার প্রতি অভিশাপ দেবেন, আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীরা তাকে হিংসা করবে, সে সব জিনিস ভুলে যাবে এবং কিয়ামতের দিন সে অপমানিত হবে।

১৬. হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : আমি একদিন এক 'আবেদ যুবকের সাথে বসরার অলি-গলিতে ও এর হাট-বাজারগুলোতে প্রদক্ষিণ করছিলাম। এক পর্যায়ে দেখলাম, একজন ডাক্তার চেয়ারে বসে আছে। তার সামনে রয়েছে অনেক পুরুষ, নারী ও শিশু। তাদের সবার হাতে কাঁচের বোতল। এগুলোতে পানি। তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ রোগের জন্য ডাক্তারের নিকট পরামর্শ চাইছে। অতঃপর তিনি বলেন, যুবকটি ডাক্তারের নিকট এগিয়ে গিয়ে বললো : ডাক্তার সাহেব! আপনার নিকট এমন কোন ঔষধ আছে কি, যা পাপকর্ম ধুয়ে ফেলে এবং অন্তরের ব্যধি আরোগ্য করে? সে বললো : হ্যাঁ আছে। যুবকটি বললো : দিয়ে দিন। ডাক্তার বললো : আমার নিকট থেকে দশটি বস্তু নিয়ে নাও। যথা : বিনম্রতার বৃক্ষের মূলের সাথে দরিদ্রতার বৃক্ষের মূল নাও। এর মধ্যে তাওবার হালীলা (এক প্রকার ঔষধ) মিশিয়ে নাও। রেযামন্দির হামানদিস্তায় একে পিষে চূর্ণ কর। স্বল্পতুষ্টির কাঠিদ্বারা নেড়ে-চেড়ে ঔষধ তৈরি কর। তাকওয়ার পাতিলে একে রেখে দাও এবং এর উপর লজ্জার পানি ঢেলে দাও। মহব্বতের আগুন দ্বারা তা জ্বাল দাও। কৃতজ্ঞতার পেয়ালায় তা রাখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার পাখাদ্বারা একে বাতাস কর। প্রশংসার চামচদ্বারা তা পান কর। যদি এভাবে তুমি কাজটি কর, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন রোগ-ব্যাধি ও বালা-মুসীবত থেকে রক্ষা পেতে তা তোমার কাজে আসবে।

১৭. বলা হয়, জনৈক বাদশাহ 'উলামায়ে কিরাম ও প্রাজ্ঞ দার্শনিকদের মধ্য থেকে পাঁচজনকে তার দরবারে ডাকলেন এবং প্রত্যেককে একটি করে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাদের প্রত্যেকে দু'টি করে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলে ফেলেন। ফলে মোট প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার সংখ্যা হয় দশটি। প্রথমজন বলেন

---

১২২. الماء على وجهه —চেহারার লাবণ্য।

সৃষ্টিকর্তার ভয় নিরাপত্তাকে[১২৩] নিশ্চিত করে, আর তাঁর থেকে আশংকামুক্ত হওয়া কুফরীকে নিশ্চিত করে। মাখলূক থেকে আশংকামুক্ত হওয়া স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে, আর মাখলূকের ভয় দাসত্বকে নিশ্চিত করে। দ্বিতীয়জন বলেন : আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে কোন কিছু পাওয়ার আশা রাখা এমন ধনাঢ্যতা, দরিদ্রতা যার কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে কোন কিছু পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হওয়া এমন দরিদ্রতা, এর সাথে ধনাঢ্যতা কোন উপকারে আসে না। তৃতীয়জন বলেন : অন্তরের ধনাঢ্যতা থাকা অবস্থায় দরিদ্রতা তথা সম্পদের স্বল্পতা কোন ক্ষতি করতে পারে না; আর অন্তরের দরিদ্রতা থাকা অবস্থায় সম্পদের প্রাচুর্য কোন উপকারে আসে না। চতুর্থজন বলেন : বদান্যতার সাথে অন্তরের ধনাঢ্যতা সম্পদের প্রাচুর্যকে বৃদ্ধি করে, আর সম্পদের প্রাচুর্যের সাথে অন্তরের দরিদ্রতা শুধু দারিদ্রকেই বৃদ্ধি করে। পঞ্চমজন বললেন : নিন্দনীয় বিষয়ের অনেক পরিমাণ বস্তু বর্জন করা অপেক্ষা কল্যাণকর বিষয়ের সামান্য অংশ গ্রহণ করা উত্তম। আর কল্যাণকর বিষয়ের সামান্য অংশ গ্রহণ করা অপেক্ষা নিন্দনীয় বিষয়ের পরিপূর্ণ অংশ বর্জন করা উত্তম।

১৮. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেন : আমার উম্মতের মধ্যে দশ ধরনের ব্যক্তি তাওবা করা ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যথা : ক্বাল্লা, জায়ূফ, কাত্তাত, দাবূব, দায়ঊস, আরতাবা বাদক, তাম্বুরা বাদক, উতুল, যানীম, মাতা-পিতাকে কষ্টপ্রদানকারী। জিজ্ঞাসা করা হলো : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ক্বাল্লা' কি? তিনি বললেন : যারা আমীর-উমারাদের সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করে। আবার নিবেদন করা হলো : জায়ূফ কি? তিনি বললেন : কাফন চোর। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো : ক্বাত্তাত কি? তিনি বললেন : চোগলখোর। আবার বলা হলো : দাবূব কি? তিনি বললেন : যে অসামাজিক কাজের উদ্দেশ্যে তরুণী-যুবতীদেরকে তার ঘরে সমবেত করে। আবার বলা হলো : দায়ঊস কি? তিনি বললেন : যে তার পরিবার-পরিজনের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করে না। আবার বলা হলো : আরতাবা বাদক কি? তিনি বললেন : যে তবলা বাজায়। আবার বলা হলো : তাম্বুরা বাদক কি? তিনি বললেন : যে তাম্বুরা (এক

---

১২৩. আরবীতে শব্দটি امنُ লেখা হয়েছে। আসলে শব্দটি হবে اَمْنُ ।

ধরনের বাদ্যযন্ত্র) বাজায়। আবার বলা হলো : উতুল কি? তিনি বললেন : যে কারো ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে না এবং কোন ওযর গ্রহণ করে না। আবার বলা হলো : যানীম কি? তিনি বললেন : যে অবৈধভাবে জন্মগ্রহণ করেছে এবং রাস্তার বিপজ্জনক জায়গায় বসে মানুষের গীবত চর্চা করে অর্থাৎ বখাটে। আর মাতাপিতাকে কষ্ট প্রদানকারীর বিষয়টি তো স্পষ্ট।

১৯. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : আল্লাহ তা'আলা দশ ধরনের ব্যক্তির নামায মোটেও কবূল করবেন না। যথা : যে ব্যক্তি কিরাআত ছাড়া একাকী নামায পড়ে। যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না। যে ব্যক্তি কোন জাতির নেতৃত্ব দেয় অথচ তারা তার প্রতি অসন্তুষ্ট। পলায়নকারী দাস। মদপানে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি। যে মহিলা এমনভাবে রাত্রি যাপন করে যে, তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট। এমন স্বাধীন নারী, যে, ওড়না ছাড়া নামায পড়ে। সুদখোর। জালিম শাসক। যে ব্যক্তির নামায তাকে অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না, বরং আল্লাহর সাথে তার দূরত্ব শুধু বাড়তেই থাকে।

২০. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : মসজিদে প্রবেশকারী ব্যক্তির জন্য এ দশটি বিষয়ের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। যথা : জুতা, সেন্ডেল খুলে নেওয়া। ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা। প্রবেশ করার সময় এ দু'আ পড়া—"বিসমিল্লাহি ওয়া সালামুন 'আলা রাসূলুলিল্লাহ ওয়া 'আলা মালায়িকাতিল্লাহ।" এ দু'আ-ও পড়া "আল্লাহুম্মাফতাহ লী আবওয়াবা রাহমাতিকা, ইন্নাকা আনতাল ওহ্হাব।" মসজিদে অবস্থানকারীদেরকে সালাম দেওয়া। মসজিদে কেউ না থাকলে এভাবে বলা—"আসসালামু 'আলায়না ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস সালেহীন।" এ কথাও বলবে : "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ"। নামাযীদের সামনে দিয়ে চলাচল করবে না। দুনিয়ার কোন কাজ করবে না ও দুনিয়ার কোন কথা বলবে না। বের হওয়ার পূর্বে কমপক্ষে দু-রাক'আত নামায পড়বে। উযূসহ প্রবেশ করা। মসজিদ থেকে উঠে আসার সময় এ দু'আ বলা : "সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা।"

২১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : নামায হচ্ছে দ্বীনের স্তম্ভ। এর মধ্যে রয়েছে দশটি বিষয়। যথা : চেহারার সৌন্দর্য, অন্তরের আলো, শরীরের প্রশান্তি,

কবরের মধ্যে পরিচিতভাব, রহমতের মনযিল, আকাশের চাবি, মীযানের ওযন, রবের সন্তুষ্ট, জান্নাতের মূল্য, জাহান্নাম থেকে মুক্তির প্রাচীর। যে নামায প্রতিষ্ঠা করলো, সে গোটা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করলো, আর যে তা বর্জন করলো, সে দ্বীন ধ্বংস করলো।

২২. হযরত 'আয়েশা[১২৪] (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : জান্নাতীদেরকে যখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশ করানোর ইচ্ছা করবেন, তখন তাদের নিকট একজন ফিরিশতা পাঠাবেন। তাঁর সাথে থাকবে উপহার ও জান্নাতের পোশাক। তারা যখন জান্নাতে প্রবেশ করতে চাইবে, ওই ফিরিশতা তখন তাদেরকে বলবেন, দাঁড়াও। রাব্বুল 'আলামীনের তরফ থেকে আমার নিকট উপহার রয়েছে, তারা বলবে : কি সে উপহার? সে ফিরিশতা বলবেন, দশটি মোহরাংকিত ফলক। যার প্রথমটিতে লেখা রয়েছে : "তোমাদের প্রতি 'সালাম', তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।"[১২৫] দ্বিতীয়টিতে লেখা রয়েছে : "তোমাদের থেকে দুঃখ ও চিন্তা বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।" তৃতীয়টিতে লেখা আছে : "তোমরা যে 'আমল করতে, তার বিনিময়ে তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।"[১২৬] চতুর্থটিতে লেখা আছে : "তোমাদেরকে আমি জান্নাতি পোশাক ও অলংকার পরিয়েছি।" পঞ্চমটিতে লেখা আছে : "আমি তাদেরকে সঙ্গিণী হিসাবে দান করবো আয়াতলোচনা হূর।"[১২৭] "আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হলো সফলকাম।"[১২৮] ষষ্ঠটিতে লেখা আছে : "তোমরা যে 'ইবাদত করেছ, এর বিনিময়ে আজকে তোমাদের এ পুরস্কার।" সপ্তমটিতে লেখা আছে : "তোমরা

১২৪. 'আয়েশা (রা) : উম্মুল মু'মিনীন নামে তিনি প্রসিদ্ধ। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কন্যা। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী। যার প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন : "তুমি এ হুমায়রা থেকে তোমার দ্বীনের এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণ কর।" তাঁর বর্ণিত হাদীস নির্ভরযোগ্য (সিকাহ), তাঁর ফিকহ-ও অনেক উঁচুমানের। উষ্ট্রীর যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর প্রসঙ্গে আমরা শুধু সত্যই বলি।

১২৫. সূরা যুমার, ৩৯ : ৭৩।

১২৬. সূরা আ'রাফ, ৭ : ৪২।

১২৭. সূরা দুখান, ৪৪ : ৫৪।

১২৮. সূরা মু'মিনূন, ২৩ : ১১১।

www.waytojannah.com

যুবকে পরিণত হয়ে গেছ, আর কখনো বৃদ্ধ হবে না। অষ্টমটিতে লেখা আছে : "তোমরা নিরাপত্তার ছায়াতলে এসে গেছ, আর কখনো তোমরা ভীত হবে না।" নবমটিতে লেখা আছে, তোমরা নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার ব্যক্তিদের সঙ্গী হয়ে গেছ।" দশমটিতে লেখা আছে : "আরশের অধিপতি মহানুভব দয়ালু আল্লাহর পড়শীদের সাথে তোমরা তোমাদের জায়গা করে নিলে।" তারপর ওই ফিরিশতা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন : "তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে এতে প্রবেশ কর।"[১২৯] অতঃপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং বলবে : "প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন, আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।"[১৩০] "প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এ ভূমির ; আমরা জান্নাতের যেথায় ইচ্ছা বসবাস করব।"[১৩১]

আর আল্লাহ তা'আলা যখন জাহান্নামবাসীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর ইচ্ছা করবেন, তখন একজন ফিরিশতা তাদের নিকট পাঠাবেন। তার নিকট থাকবে মোহরাঙ্কিত দশটি ফলক। প্রথমটিতে লেখা থাকবে : "তোমরা এতে প্রবেশ কর। এখানে কখনো তোমাদের মৃত্যু হবে না, জীবনও দান করা হবে না, বেরও করে দেওয়া হবে না।" দ্বিতীয়টিতে লেখা থাকবে : "শাস্তিতে পরিবেষ্টিত হয়ে থাক, তোমাদের জন্য কোন শান্তি নেই।" তৃতীয়টিতে লেখা থাকবে : আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাও।" চতুর্থটিতে লেখা থাকবে : "তোমরা চিরকালের জন্য চিন্তা ও দুঃখ-দুর্দশায় প্রবেশ কর।" পঞ্চমটিতে লেখা থাকবে : "তোমাদের পোশাক হচ্ছে আগুন, খাবার হচ্ছে যাক্কূম, পানীয় হচ্ছে ফুটন্ত গরম পানি, শয্যা হচ্ছে আগুন, আর আচ্ছাদনও হচ্ছে আগুন।" ষষ্ঠটিতে লেখা থাকবে : "আমার অবাধ্য আচরণ করার কারণে আজ তোমাদের এ শাস্তি।" সপ্তমটিতে লেখা থাকবে, "তোমাদের উপর আমার ক্রোধহেতু অনন্তকাল পর্যন্ত তোমরা জাহান্নামে থাকবে।" অষ্টমটিতে লেখা থাকবে : "কবীরা গুনাহ করার কারণে এবং তাওবা না করা ও অনুতপ্ত না হওয়ার কারণে তোমাদের প্রতি অভিশাপ।" নবমটিতে লেখা থাকবে : "জাহান্নামে শয়তানরা তোমাদের চিরসঙ্গী

---

১২৯. সূরা হিজর, ১৫ : ৪৬।

১৩০. সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩৪।

১৩১. সূরা যুমার, ৩৯ : ৭৪।

www.waytojannah.com

হিসেবে থাকবে।" দশমটিতে লেখা থাকবে : "তোমরা শয়তানের অনুসরণ করেছিলে, দুনিয়া লাভ করতে চেয়েছিলে, আর পরকালকে বর্জন করেছিলে, যার ফলে এটাই তোমাদের বিনিময়।"

২৩. দার্শনিকদের মধ্যে কারো থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : দশটি বস্তুকে আমি দশটি স্থানে সন্ধান করেছি। অতঃপর তা পেয়েছি অপর দশটি স্থানে। উঁচু মর্যাদার সন্ধান করেছি অহংকারের মধ্যে, অতঃপর তা পেয়েছি বিনম্রতার মধ্যে। 'ইবাদতের সন্ধান করেছি নামাযের মধ্যে, আর তা পেয়েছি পরহেযগারীর মধ্যে। প্রশান্তির সন্ধান করেছি লোভ-লালসার মধ্যে, অতঃপর তা পেয়েছি দুনিয়া ত্যাগের মধ্যে। অন্তরের নূরের সন্ধান করেছি দিনের বেলার নামাযে প্রকাশ্যভাবে, আর তা পেয়েছি রাতের বেলার নামাযে গোপনীয়ভাবে। কিয়ামতের নূরের সন্ধান করেছি দান-সদকার মধ্যে, অতঃপর তা পেয়েছি তৃষ্ণা ও রোযার মধ্যে। সরল পথের উপর অতিক্রম করার বিষয়টি সন্ধান করেছি ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্যে, তা পেয়েছি সদকা করার মধ্যে। জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ সন্ধান করেছি বৈধ বিষয়াবলীতে, আর তা পেয়েছি প্রবৃত্তির অনুসরণ বর্জনের মধ্যে। আল্লাহ তা'আলার ভালবাসার সন্ধান করেছি দুনিয়ার মধ্যে, পরে তা পেয়েছি আল্লাহ তা'আলার যিকরের মধ্যে। সুস্থতার সন্ধান করেছি জনকোলাহলপূর্ণ স্থানে, পরে তা পেয়েছি একাকীত্বের মধ্যে। অন্তরের নূরের সন্ধান করেছি ওয়ায-নসীহত ও কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতের মধ্যে, আর তা পেয়েছি চিন্তা-ফিকর ও কান্নাকাটির মধ্যে।

২৪. হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা বাণী : "আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমের রব তাকে কিছু কালেমাদ্বারা পরীক্ষায় ফেললেন আর তিনি তা পূর্ণ করলেন।" আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন : তা ছিল দশটি সুন্নাত (আদর্শ)। তন্মধ্যে পাঁচটি মানুষের মাথার সাথে সম্পৃক্ত, আর পাঁচটি শরীরের সাথে। মাথার সাথে সম্পৃক্ত পাঁচটি হচ্ছে : মিসওয়াক করা, গরগরা করা, নাকে পানি দেওয়া, মোঁচ ছেটে খাটো করা, মাথা মুন্ডানো। আর শরীরের সাথে সম্পৃক্ত পাঁচটি হচ্ছে : বগলের নিজের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা, লজ্জাস্থানের পশম কামানো, খতন করা ও ইসতিনজা করা।

২৫. হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর একবার দরূদ পাঠ করে,

আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশবার[১৩২] রহমত বর্ষণ করেন। অনুরূপ যে ব্যক্তি তাঁকে একবার গালি দেবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দশবার গালি দেবেন। ওলীদ ইবন মুগীরার[১৩৩] উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর প্রতি লক্ষ্য করে দেখ, সে যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর উপর একবার গালি দিয়েছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে দশটি গালি দেন। তিনি ইরশাদ করেন : "আর অনুসরণ করো না তার, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, চোগলখোর, যে একের কথা অপরের নিকট লাগায়, যে কল্যাণের কাজে বাধাদান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। এজন্য যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী, তার নিকট আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হলে সে বলে : এ তো প্রাচীনকালের কিচ্ছা-কাহিনী মাত্র।"[১৩৪] অর্থাৎ সে কুরআন কারীমকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত।

২৬. হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র)-কে মানুষেরা জিজ্ঞাসা করলো, কুরআনে কারীমে তো আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "তোমরা আমার নিকট দু'আ কর, আমি তোমাদের দু'আ কবূল করব।" আমরা তো দু'আ করছি, কিন্তু তিনি তো কবূল করছেন না। তখন তিনি বলেন : দশটি বস্তুর ক্ষেত্রে তোমাদের অন্তর মরে গেছে। তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে চিনেছ, অথচ তাঁর হক আদায় করছ না। আল্লাহর কিতাব তোমরা পাঠ করে যাচ্ছ, অথচ তদনুযায়ী 'আমল করছ না। তোমরা ইবলীসের শত্রুতার দাবি করছ, অথচ তার সাথে বন্ধুত্ব করছ। তোমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর ভালবাসার দাবি করছ, অথচ তাঁর আদর্শ ও সুন্নাতের অনুসরণ করছ না। তোমরা জান্নাতের প্রতি ভালবাসার দাবি করছ, অথচ তা পাওয়ার জন্য 'আমল করছ না। তোমরা জাহান্নামের ভয়ের দাবি করছ, অথচ পাপকর্ম থেকে বিরত থাকছ না। তোমরা দাবি করছ যে, মৃত্যু সত্য, অথচ এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ না। অন্যদের দোষচর্চায় নিজকে ব্যস্ত রেখেছ, অথচ নিজেদের দোষগুলো এড়িয়ে যাচ্ছ। আল্লাহর দেয়া রিযক খাচ্ছ, অথচ তাঁর

---

১৩২. আরবীতে শব্দটি عشر লেখা রয়েছে; আসলে সঠিক শব্দটি হবে عشر।

১৩৩. ওলীদ ইবনে মুগীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-কে গালি দিয়েছিল। সে ছিল মক্কার একজন ফিতনাবাজ লোক। সে মুসলমানদেরকে কষ্ট দিত। তার ব্যাপারে আয়াত নাযিল হয়েছে।

১৩৪. সূরা নূর, ২৪ : ৯-১৫।

www.waytojannah.com

প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছ না। তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে দাফন করে যাচ্ছ, অথচ এর থেকে কোন শিক্ষা অর্জন করছ না।

২৭. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : 'আরাফার রাতে যে বান্দা বা উম্মতই এক হাজারবার এ দু'আটি পড়বে, যা দশটি বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত, সে আল্লাহর তা'আলার নিকট যে দু'আই করবে, আল্লাহ তা'আলা তাই তাকে দেবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে না আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী হয়, না কোন গুনাহর কর্মে জড়িয়ে পড়ে। বাক্য দশটি এই : পবিত্র ওই সত্তা, যাঁর আরশ আকাশে। পবিত্র ওই সত্তা, যাঁর মালিকানা ও ক্ষমতা পৃথিবীতে। পবিত্র ওই সত্তা, যাঁর রাস্তা স্থলপথে। পবিত্র ওই সত্তা, যাঁর রূহ বাতাসে। পবিত্র ওই সত্তা, যাঁর রাজত্ব আগুনে। পবিত্র ওই সত্তা, যাঁর ইলম জরায়ুতে। পবিত্র ওই সত্তা, যাঁর ফায়সালাসমূহ কবরসমূহের মধ্যে। পবিত্র ওই সত্তা, যিনি খুঁটি ছাড়া আকাশকে ঝুলিয়ে রেখেছেন। পবিত্র ওই সত্তা, যিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন। পবিত্র ওই সত্তা, যাঁর নিকট ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। (আরবী ভাষায় দু'আটি নিম্নরূপ) :

سبحان الذى فى السماء عرشه ، سبحان الذى فى الأرض ملكه وقدرته ، سبحان الذى فى البر سبيله ، سبحان الذى فى الهوى روحه ، سبحان الذى فى النار سلطانه ، سبحان الذى فى الارحام علمه ، سبحان الذى فى القبور قضاء، سبحان الذى دفع السماء بلاعمد - سبحان الذى وضع الارض - سبحان الذى لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه .

২৮. হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদিন ইবলীসকে (তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক) জিজ্ঞাসা করেন : আমার উম্মতের মধ্যে তোমার প্রিয়জন কারা কারা? সে বললো : দশ ধরনের ব্যক্তি। যথা : জালিম শাসক। অহংকারী ওই ধনী ব্যক্তি, যে বৈধ-অবৈধ যে কোন পন্থায় সম্পদ অর্জন করে এবং বৈধ-অবৈধ যে কোন খাতে তা ব্যয় করে। ওই 'আলিম, যে জালিম শাসকের জুলমকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয়। খেয়ানতকারী (অসাধু) ব্যবসায়ী। পণ্য কুক্ষিগতকারী; ব্যভিচারী; সুদখোর; ওই কৃপণ, যে বৈধ-অবৈধ যে কোন পন্থায় সম্পদ অর্জন করে এবং মদ্যপানে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি।

www.waytojannah.com

অতঃপর হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন : আমার উম্মতের মধ্যে তোমার শত্রু কারা কারা? সে বললো : বিশজন আমার শত্রু। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম শত্রু হলেন আপনি হে মুহাম্মদ! কেননা, আমি আপনাকে হিংসা করি; 'ইলম অনুযায়ী 'আমলকারী 'আলিম; কুরআনের ধারক-বাহক যে কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী 'আমল করে; পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী মুয়াযযিন; যে ব্যক্তি দরিদ্র; অসহায় ও ইয়াতীমদের ভালবাসে; দয়ার্দ্র অন্তরের অধিকারী ব্যক্তি; আল্লাহর জন্যে বিনম্রতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তি; আল্লাহর 'ইবাদতে বেড়ে ওঠা যুবক; হালাল বস্তু ভোগকারী; ওই দুই যুবক; যারা আল্লাহর ওয়াস্তে একে অপরকে ভালবাসে; জামা'আতে নামায পড়ার জন্য আগ্রহী ব্যক্তি; যে ব্যক্তি রাতের আধারে নামায পড়ে; যখন মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে; যে ব্যক্তি নিজকে হারাম কাজকর্ম থেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে; যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে অপর ভাইয়ের জন্য নসীহত করে (ভিন্ন বর্ণনামতে দু'আ করে); যে সর্বদা উযূ অবস্থায় থাকে; দানশীল ব্যক্তি; সচ্চরিত্র ব্যক্তি; যে ব্যক্তি এ মর্মে তার রবের স্বীকৃতি দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জামানত রেখেছেন; বিপত্নীকদের গোপন বিষয়ে সদাচরণকারী; মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকারী ব্যক্তি।

২৯. ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র) বলেন : তাওরাত গ্রন্থে লেখা আছে : দুনিয়ায় যে ব্যক্তি পাথেয় সংগ্রহ করবে, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর 'আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে। যে ব্যক্তি হিংসা-বিদ্বেষ ত্যাগ করবে, কিয়ামতের দিন সে সৃষ্টিকুলের শীর্ষে প্রশংসিত হবে। যে ব্যক্তি নেতৃত্বের ভালবাসা ত্যাগ করবে, কিয়ামতের দিন সে প্রতাপশালী বাদশাহ আল্লাহর নিকট প্রিয় হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় অনর্থক বস্তুকে ত্যাগ করবে, সে নেককারদের মধ্যে নি'আমতপ্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে বাক-বিতন্ডা পরিহার করবে, কিয়ামতের দিন সে সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কৃপণতা পরিহার করবে, সে সৃষ্টিকুলের শীর্ষদের মধ্যে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রশান্তি পরিহার করবে, কিয়ামতের দিন সে আনন্দিত হবে। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি হারাম বস্তু পরিহার করবে, কিয়ামতের দিন সে নবীদের পড়শী হয়ে উঠবে। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি হারাম বস্তুতে দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত থাকবে, কিয়ামতের দিন জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তার চোখকে আনন্দিত করে দেবেন। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি ধনাঢ্যতা বর্জন করে দরিদ্রতা অবলম্বন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ

www.waytojannah.com

তা'আলা তাকে ওলী ও নবীদের সাথে উঠাবেন। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পা বাড়াবে, আল্লাহ তা'আলা তার দুনিয়া ও আখিরাতের প্রয়োজনগুলো মিটিয়ে দেবেন। যে ব্যক্তি তার কবরের মধ্যে ভালভাবে থাকতে চায়, সে যেন রাতের অন্ধকারে উঠে নামায পড়ে। যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর 'আরশের ছায়ায় থাকতে চায়, সে যেন দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত থাকে। যে ব্যক্তি তার হিসাব-কিতাব সহজ দেখতে চায়, সে যেন নিজকে ও অপর ভাইদেরকে নসীহতকারী হয়। যে ব্যক্তি চায়, ফিরিশতারা তার সাথে সাক্ষাত করুক, তবে সে যেন বুযুর্গী ও পরহেযগারী অবলম্বন করে। যে ব্যক্তি জান্নাতের আলোক সজ্জায় বসবাস করতে চায়, সে যেন রাতে-দিনে আল্লাহর যিকর করে। যে ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়, সে যেন খাঁটি মনে আল্লাহর নিকট তাওবা করে। যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী হতে চায়, সে যেন আল্লাহর দেয়া কিসমতে সন্তুষ্ট থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু হতে চায়, সে যেন আল্লাহকে ভয়কারী হয়। যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাবান হতে চায়, সে যেন 'আলিম হয়। যে ব্যক্তি মানুষের থেকে নিরাপদ থাকতে চায়, সে যেন ভাল ছাড়া কারো ব্যপারে কোন মন্তব্য না করে, আর এ ক্ষেত্রে যাতে এ শিক্ষা গ্রহণ করে যে, কি বস্তুদ্বারা আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? কি জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদা-সম্মান লাভ করতে চায়, সে যেন দুনিয়ার উপর আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়। যে ব্যক্তি ফিরদাউস ও না'য়ীম নামের জান্নাত দু'টির অধিকারী হতে চায়, সে যেন দুনিয়ার ফিতনা-ফাসাদে জীবনকে নষ্ট না করে। যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে জান্নাত লাভ করতে চায়, সে যেন দান-দাক্ষিণ্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, কারণ দানশীল ব্যক্ত জান্নাতের নিকটবর্তী ও জাহান্নাম থেকে দূরে থাকে। যে ব্যক্তি তার অন্তরকে পরিপূর্ণ নূরদ্বারা আলোকিত করতে চায়, সে যেন চিন্তা-ফিকর ও বস্তু থেকে শিক্ষা বেশি বেশি অর্জন করে। যে ব্যক্তি তাঁর নিকট ধৈর্যশীল শরীর, যিকরকারী মুখ ও বিনম্র অন্তর চায়, সে যেন সমস্ত মু'মিন নারী-পুরুষ ও মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য ইসতিগফার বেশি বেশি করে।

ইফাঃ/২০১৩—২০১৪/অঃসঃ/৫১০৪—৩২৫০

www.waytojannah.com